দশম বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

যুগ্ম সম্পাদক

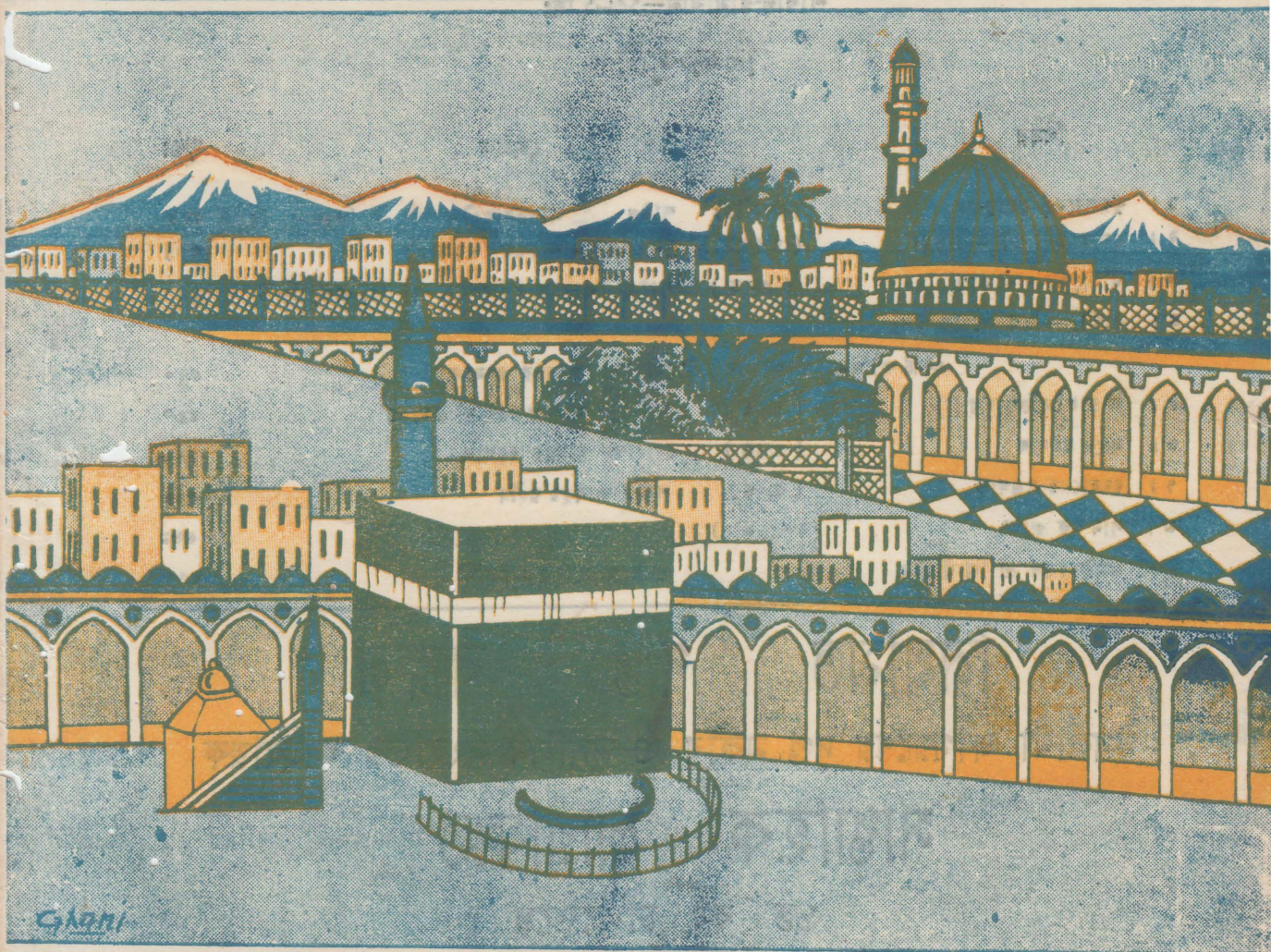

শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য এক টাকা ২৫ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

মাঘ—১৩৬৯ বাং　　জানুয়ারী—১৯৬৩ ইং

শাবান-রামাযান—১৩৮২ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	৫২৯
২।	মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৫৩৪
৩।	নীয়াতের হাকীকাত	(প্রবন্ধ)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এস, বি-টি	৫৪১
৪।	কাশ্মীর—বিশ্ব বিবেকে উপর একটি কালিমা	(অনুবাদ)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৫৫০
৫।	অরাজনৈতিক যুগ (?)	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	৫৫৩
৬।	মাহে রমযান	(প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৫৫৬
৭।	রমযানের সওগাত	(প্রবন্ধ)	শাইখ আবদুর রহীম	৫৬৪
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)		৫৬৯
৯।	জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		মোঃ আবদুল হক হক্কানী	৫৭৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৬ষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০　ষান্মাসিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত ৮৬নং কার্যী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের প্রতি

এই সংখ্যায় তর্জুমানুল হাদীসের দশম বার্ষিক সফর শেষ হইল। ইনশা আল্লাহ আগামী সংখ্যা হইতে উহার ১১শ বর্ষের সফর শুরু হইবে।

সুদীর্ঘ দশ বৎসর আমরা গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছি। আগামী বর্ষেও আমরা গ্রাহকগণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবনা, এই আশা আমরা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করি।

১০ম বর্ষের ১ম হইতে যাহারা গ্রাহক ছিলেন বর্তমান সংখ্যায় তাহাদের বার্ষিক চাঁদার মীয়াদ শেষ হইল। আশা করি এই সংখ্যা পাওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে ১১শ বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৬'৫০ ছয় টাকা পঞ্চাস পয়সা নিম্ন ঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিবেন। ভি, পিতে অতিরিক্ত ৩৭ পয়সা দণ্ড দিতে হয়। অধিকন্তু পত্রিকা পাঠাইতেও বিলম্ব ঘটে।

আল্লাহ না করুন, যদি কোন গ্রাহক আগামীতে পত্রিকার গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না রাখেন, তাহা হইলে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অপনার অভিপ্রায় জানাইলে আমরা উপকৃত হইব। যাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ নিষেধপত্র বা বার্ষিক চাঁদা পাওয়া যাইবেনা তাহাদের নিকট ক্রমিক নম্বর অনুসারে ১১শ বর্ষের ১ম সংখ্যা ভি, পি করা হইবে। ইচ্ছায় বা অবহেলায় ভি, প, ফেরৎ দিয়া তবলীগে ইসলামের এই প্রতিষ্ঠানটিকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না—ইহাই আমাদের একান্ত আবেদন।

টাকা প্রেরণ অথবা ভি, পির অর্ডার প্রদানের সময় পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর এবং নূতন গ্রাহকগণ নূতন কথাটি লিখিতে ভুলিবেন না।

২১শে জানুয়ারী—১৯৬৩ ইং

ম্যানেজার, তর্জুমানুল-হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

(দশম বর্ষ ১৯৬১-৬২ ইং, ১৩৬৮,৬৯ বঙ্গাব্দ)

যুগ্ম সম্পাদক—শাইখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি,টি
আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

বর্ষসূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
		অ	
১। অ-রাজনৈতিক যুগ (?)		আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	৫৫৩
		আ	
২। আরবী উপক্রমনিকা (ভূমিকা)		শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	১
৩। আবাহন	(কবিতা)	খদিজা খাতুন	৮৪
৪। আধুনিক তুরস্কে ইসলাম	(প্রবন্ধ)	মো: আবদুর রহমান	১৩৩
৫। আমাদের সাহিত্যে পাকিস্তানী আদর্শ	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	২৫৮
৬। আল্লামা ইসমাঈল শহীদের রচনাবলী	(প্রবন্ধ)	ডক্টর মো বাকীর অনুবাদ : মোঃ এ, রহমান	২৭৮
৭। আদর্শবাদের যুগান্তকারী মহিমা	(প্রবন্ধ)	মরহুম মওঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	২০৩
৮। আজাদী দিনের শপথ	(কবিতা)	এস, বেলায়েত হুসেন	৩৮০
৯। আজাদী দিবস	(প্রবন্ধ)	মো: আবদুর রহমান	৩৮৯
১০। আজাদী স্মরণে	(প্রবন্ধ)	আবু তাহের রফিউদ্দীন আনছারী	৩৯২
১১। আলোচনা		মোঃ আবদুর রহমান	৫১৩
		ই	
১২। ইমাম আবু-দাঊদ	(জীবনী)	মোঃ হবিবুল্লাহ খান রহমানী	৩৬৫
১৩। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী	(জীবনী)	অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী, এম, এ,	৩৬
১৪। ইসলাম ও গ্রন্থাগার	(অনুবাদ)	মূল : এস, বেলায়েত হোসেন, বি, এ, ডি এল, এস অনুবাদ : আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি,	১৪, ৮৯,
১৫। ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ,	১৭
১৬। ইসলামে একত্ববাদ	(প্রবন্ধ)	মোঃ হাবিবুর রহমান এম, এ,	৮১

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্ষ সূচী

২৭। ইসলামের প্রচার নীতি (প্রবন্ধ) আবদুল্লাহ-এবনে-ফযল, এম, এম, ১৭৩

ঈ

১৮। ঈমানে হাকীকাত (প্রবন্ধ) শাইখ আবদুর রহীম, এম, এ, বি, এল বি, টি, ৪৬৩

এ

১৯। এছলামী কালচার (প্রবন্ধ) মোঃ আবদুল জব্বার সিদ্দিকী ৪৮৯

২০। ওলামায়ে আহলে হাদীস ও তাঁহাদের খেদমত (প্রবন্ধ) মোঃ আবদুর রহমান ৪১২

ও

২১। ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাস (ইতিহাস) অধ্যাপক হাসান আলী এম, এ, এম, এম, ৪১, ৭৮

ক

২২। কাশ্মীর : বিশ্ব বিবেকের উপর একটি কালিমা মূল : মুহম্মদ সলিমুল্লা
অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুর রহমান ৫৫৩

২৩। কুরআনের বঙ্গানুবাদ (তফসীর) শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি ৪, ৫, ৫২, ১০১, ১৫৩, ১৯৭, ২৪৯, ২৯৭, ৩৪৯, ৪০১, ৪৫৩, ৫২৯

২৪। কুরআনের দৃষ্টিতে সত্যধর্ম (আলোচনা) মুহাম্মদ আবদুস সামাদ এম, এম ১১৭

২৫। কৃচ্ছ সাধনার আহ্বান (প্রবন্ধ) মুন্তাছির আহমদ রহমানী ১৮৩

২৬। কোফ্‌র ও কাফের (আলোচনা) মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহিল বাকী ৩৮৭

২৭। কোরআন (কবিতা) সইফুল ইসলাম মোহাম্মদ শফীউদ্দীন ৪১৬

খ

২৮। খোশ আমদেদ রমযান (কবিতা) সইফুল ইসলাম মোহম্মদ শফীউদ্দীন ২০৪

জ

১৭। জংগে আযাদী (কবিতা) নওবেলাল ৩১

১৮। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার ৪৭, ৯৭, ১৪৫, ১৯৩, ২৪১, ২৯৩, ৩৪১, ৩৯৮, ৪৪৯, ৫১৭, ৫৭৩,

২৯। জিজ্ঞাসা ও উত্তর (ফতাওয়া) মুন্তাছির আহমদ রহমানী ৪৪১, ৫১০

ত

৩০। তকবীরাতে ইদাইন পড়িবার সহিহ তরীকা (মস্‌আলা) মোঃ আবদুস সোবহান ১২৯

৩১। তক্‌লীদ (প্রবন্ধ) মতিউর রহমান ২৩৩, ২৬৯, ৩১৭

৩২। তওহীদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (ভাষণ উর্দু) মওলানা মুহম্মদ যুসুফ কলকাত্তাবী
অনুলিখন : মোঃ আবদুর রহমান, বি, এ, বি, টি ১৭৭

ন

৩৩। নবুওতের গুরুত্ব (প্রবন্ধ) মরহুম মুহম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ৫০৪

৩৪। নীযাতের হাকীকাত (প্রবন্ধ) শাইখ আবদুর রহিম এম, এ, বিল, বি, টি, ৫৪১

৩৫। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা ও আরবী ভাষা (প্রবন্ধ) আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ ৩২৫

প

৩৬। পর্দা : (প্রবন্ধ) এস, এ, জব্বার ৮৬

www.ahlehadeethbd.org

৩৭। পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ — ৩৭৭, ৪১৭
৩৮। পুস্তক পরিচয় (সমালোচনা) — নকক্বাদ — ৯৩

ব

৩৯। বীরাঙ্গনা মুসলিম মহিলা (প্রবন্ধ) — মোহাম্মদ আবদুর রহমান — ৫০০

ম

৪০। মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদ (প্রবন্ধ) — মোঃ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি — ৩৩৪, ৩৭৩
৪১। মাহে রমযান — মোহাম্মদ আবদুর রহমান — ৫৫৬
৪২। মহানবীর জীবদ্দশায় কি হাদীস লিখিত হইয়াছিল? (প্রবন্ধ) — মেহরাব আলী বি, এ, — ৩২১
৪৩। মাদ্রাসা শিক্ষা (আলোচনা) — শাইখ আব্দুর রহীম — ২১৩
৪৪। মুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ) — ডক্টর আবদুল বারী ডি ফিল — ৩৩০
৪৫। মোহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা (অনুবাদ) — মুনতাছির আহমদ রহমানী — ৯, ৬৩, ১০৯, ১৬১, ২০৫, ২৬১, ৩০১, ৩৫৭, ৪০৯, ৪৭৭, ৫৩৪

র

৪৬। রমযানের সওগাত (আলোচনা) — শাইখ আবদুর রহীম — ৫৬৪

শ

৪৭। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (জীবনী) — মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী — ৪২১
৪৮। শাসনতন্ত্রের মূলকথা — ... ... — ২১৮
৪৯। শাহ ইসমাঈল শহীদ ও তদীয় তফসীর আ'যামুৎ তফসীর — অধ্যাপক আদম উদ্দীন এম, এ — ১৮০

স

৫০। সংঘাত (গল্প) — কুমারী মার্গারেট মার্কাস (আমেরিকান নওমুসলিম) অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি — ৪৩৫
৫১। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়) — সম্পাদক — ৪৪, ৯৫, ১৪১, ১৮৯, ২৩৭, ২৮৯, ৩৫৭, ৩৯৩, ৪৪৬, ৫৬৯
৫২। সিজদার তাৎপর্য (আলোচনা) — শাইখ আবদুর রহীম — ৩০৯
৫৩। সুফীবাদ ও বিশ্ব রহস্য (আলোচনা) — মোহম্মদ ইমরান হোসাইন — ৪২৯
৫৪। সুবহে-সাদিক (প্রবন্ধ) — আবদুল্লাহ ইবনে ফযল, এম, এম, — ১৩৭
৫৫। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর রাজনীতি (আলোচনা) — মোঃ আবদুল বারী এম, এ, ডি, ফিল — ২৭, ৬৯
৫৬। সোস্তালিজম ও ইসলাম (প্রবন্ধ) — অধ্যাপক মোহাম্মদ আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ — ৭৫, ১২৪, ১৬৯, ২৩০, ২৭৭

হ

৫৭। হযরত মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী (জীবনী) — মেহরাব আলী বি, এ — [illegible]

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, রজব-শাবান, ১৩৮২ হিঃ, পৌষ, ১৩৬৯ বংগাব্দ	দ্বাদশ সংখ্যা

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শেখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি,

بسم الله الرحمن الرحيم

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا كَسَبَتْ ١٣٤

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১৩৪ উহা একটি জাতি ছিল—অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহারা যাহা করিয়া গিয়াছে তাহার ফল তাহাদের প্রাপ্য ; এবং তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার ফল তোমাদের প্রাপ্য। আর তাহারা যাহা করিত তাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না।[১৫২]

---

১৫২ আয়াতে 'উহা এক জাতি ছিল' বলিয়া হযরত ইবরাহীম আঃ, হযরত ইসমাঈল আঃ, হযরত ইসহাক আঃ, হযরত য়া'কুব আঃ, এবং তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রদিগকে বুঝান হইয়াছে।

আয়াতের মর্ম—হে য়াহুদীগণ, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কী করিয়াছিলেন বা কী করেন নাই তাহার

www.ahlehadeethbd.org

১৩৫ وقالوا كونوا هودا او نصرى تهتدوا، قل بل ملة ابرهم حنيفا، وما كان من المشركين .

১৩৫ এবং তাহারা [মুসলিমদিগকে] বলে, "তোমরা য়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও তবেই ঠিক পথে চলিবে।" [হে নবী মুহাম্মদ,] আপনি বলুন, "বরং সকল বিপথ পরিত্যাগকারী, একমাত্র সত্য পন্থা অবলম্বনকারী ইবরাহীমের ধর্মপন্থারই অনুসারী হইব। আর তিনি তো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না"।[১৫৩]

১৩৬ قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابرهم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم، لا نفرق بين احد منهم، ونحن له مسلمون .

১৩৬ তোমরা[১৫৪]বল, "আমরা আল্লাহ সমীপে আত্মসমর্পণকারী হইয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। এবং আমাদের দিকে যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার প্রতি ; ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও ইসরাঈলীয় গোত্রগুলির দিকে যাহা নাযিল করা হইয়াছিল তাহার প্রতি; মুসা ও 'ঈসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রতি ; এবং নবীদের মধ্যে কোন বৈষম্য স্বীকার না করিয়া[১৫৫]তাহাদের সকলকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রতিও [ঈমান আনিয়াছি]

আলোচনা অর্থহ ন। কারণ, তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার ফল তাঁহারা পাইবেন। তাঁহাদের কার্যের জন্য তোমাদিগকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে, তোমাদের কার্যের ফল তোমাদিগকে ভুগিতে হইবে। অতএব নিজেদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সতর্ক ও সংযত হও।

১৫৩ হে য়াহুদ ও খৃষ্টান জাতি, তোমরা আমাদিগকে যথাক্রমে য়াহুদী অথবা খৃষ্টান হইবার জন্য আহ্বান করিতেছ। তাহার উত্তরে বলি, 'তোমাদের ও আমাদের সকলের বরণীয় পিতা ইবরাহীম আঃ-র ধর্মপন্থা গ্রহণ করাই আমাদের সকলের কর্তব্য।

তারপর,হে য়াহুদী ও খৃষ্টান জাতি, তোমরা দাবী করিয়া থাক যে, তোমরাই ইবরাহীমের অনুসরণকারী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমরা ইবরাহীমের অনুসরণকারী নও। কারণ, ইবরাহীম কদাচ শিরক করেন নাই, অথচ তোমরা শিরক করিয়া থাক। বস্তুতঃ, মুসলিমগণই ইবরাহীমের প্রকৃত অনুসারী। কারণ, তাহারা শিরক করে না।

১৫৪ এখানে 'তোমরা' বলিয়া নবী মুহম্মদ সঃ সহ মুসলিমদিগকে বুঝান হইয়াছে।

১৫৫ 'নবীদের মধ্যে কোন বৈষম্য স্বীকার করি না'—ইহার তাৎপর্য দুই প্রকার হইতে পারে। (এক) আমরা নবীদের সকলকেই নবী বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা এমন নই যে, কোন নবীর নবুওত বিশ্বাস করিব এবং অপর নবীর নবুওত অবিশ্বাস করিব। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যমানাতে ও নিজ নিজ উম্মতের পক্ষে নিশ্চিতভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ছিলেন। (দুই) আমরা বিশ্বাস করি যে, নবীদের মূলনীতির মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য বা পার্থক্য ছিল না। সকল নবীর মূলনীতি একই ছিল।

১৫৬ আয়াতের মর্ম—য়াহুদী জাতি ও খৃষ্টান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৩৭ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

১৩৭ অনন্তর [হে মুসলিমগণ,] তাহারা যদি তোমাদের ঈমানের মত ঈমান আনে[১৫৭] তবে তো তাহারা সঠিক পথে চলিল, কিন্তু তাহারা যদি মুখ ফিরাইয়াই থাকে তবে [জানিয়া রাখ] তাহারা [তোমাদের প্রতি] শত্রু ভাবাপন্ন। অনন্তর [হে নবী,] তাহাদের [অনিষ্ট] হইতে আপনার [রক্ষার] জন্য আল্লাই যথেষ্ট—আর তিনি অত্যন্ত শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

১৩৮ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۔

১৩৮ [হে মুমিনগণ, তোমরা আরও বল,] আমরা আল্লার রঞ্জন[১৫৮] দ্বারা রঞ্জিত—আর আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর রঞ্জন কে করিতে পারে ? এবং আমরা একমাত্র তাঁহারই 'ইবাদত কারী।

জাতি যথাক্রমে য়াহুদী ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য মুসলিমদিগকে আহ্বান করিত। তাহার উত্তর আল্লাহ তা'আলা নবী সঃ-কে ও মুসলিমদেরে শিক্ষা দেন। নবী সঃ-র পক্ষ হইতে উত্তর পূর্ববর্তী আয়াতটিতে দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে মুসলিমদের পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হইল যে, যাহারই নবুওত নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় তাহাকে নবী বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও বিবেক-সম্মত। তাঁহাদের কাহাকেও নবী বলিয়া বিশ্বাস করা এবং কাহাকেও নবী হিসাবে অবিশ্বাস করা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন। এই কারণে, আমরা আল্লাহ সমীপে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতঃ সকল নবীর নবুওত সত্য ও যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করি। পক্ষান্তরে, তোমরা কোন কোন নবীর নবুওত স্বীকার করিয়া এবং কোন কোন নবীর নবুওৎ অস্বীকার করিয়া ঘোর অন্যায় করিতেছ এবং এই ভাবে তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সমীপে আত্মসমর্পণকারী না হইয়া নিজ জিদ ও প্রবৃত্তির গোলামী করিয়া চলিতেছ।

১৫৭ بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ বাক্যাংশটির এক অর্থ এই—মুসলিমদের বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের অনুরূপ। কাজেই مِثْل (অনুরূপ) সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে, আল্লার অনুরূপ অথবা নবীদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের অনুরূপ কোন কিছুর অস্তিত্বই যখন পাওয়া যায় না তখন আল্লাহ তা'আলার এই প্রকার উক্তির তাৎপর্য কি? ইমাম রাযী এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দিয়া যে উত্তরটিকে তিনি সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন, আয়াত-অংশের তাৎপর্য এই, 'যদি অনুরূপ কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিত এবং তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিত তবুও তাহারা সঠিক পথে চলিতে পারিত। কিন্তু যেহেতু এই বিষয়গুলির অনুরূপ কোন বিষয়ের অস্তিত্বই নাই কাজেই এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা ছাড়া সঠিক পথে চলিবার অন্য কোনই উপায় নাই'। بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ-র দ্বিতীয় অর্থ এই—পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি তোমরা যেপ্রকার ঈমান আনিয়াছ তাহারই মত ঈমান যদি তাহারা আনিত। এই অর্থ গ্রহণ করিলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না।'

১৫৮ 'আল্লার রঞ্জন' দ্বারা রঞ্জিত হওয়ার তাৎপর্য—আল্লার অভিপ্রেত ভাবধারা ও গুণাবলী দ্বারা অন্তর-বাহির, দেহ-মনকে অলংকৃত করা এবং আল্লার অনভিপ্রেত কোন প্রকার ভাবধারা বা হাব-ভাব দ্বারা দেহ-মনকে কোন মতেই প্রভাবান্বিত হইতে না দেওয়া।

www.ahlehadeethbd.org

١٣٩ قل اتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون .

১৩৯ [হে নবী, অমুসলিমদেরে] বলুন, এ কী! যে আল্লাহ তোমাদেরও রব্ব, আমাদেরও রব্ব সেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা আমাদের সহিত বিতর্ক করিতেছ? দেখ, আমাদের কাজের ফলাফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফলাফল তোমাদের জন্য নির্ধারিত—আরও [মনে রাখিও] আমরা একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে অকপটচিত্তে 'ইবাদতকারী।[১৫৯]

١٤٠ ام تقولون ان ابرهم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصرى قل ءانتم اعلم ام الله، ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما

১৪০ অথবা তোমরা কি বলিতে চাও যে, ইব্রাহীম, ইস্‌মা'ঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও ইসরাইলীয় গোত্রগণ [য়াহূদীদের মতে] য়াহূদী অথবা [খৃষ্টানদের মতে] খৃষ্টান ছিলেন? [হে নবী, তাহাদেরে] বলুন, তোমরা অধিকতর অবগত আছ অথবা আল্লাহ [অধিকতর অবগত]? আর যাহার নিকটে আল্লার পক্ষ হইতে আগত সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্তমান সে যদি উহা গোপন করে তবে তাহার চেয়ে

তারপর আল্লার অভিপ্রেত ভাবধারা ও হাবভাব সর্বোত্তম বলিয়া প্রত্যেক মানুষের উহা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

১৫৯ এই আয়াতে কয়েকটি চিরন্তন সত্য ও মূলনীতির উল্লেখ করা হইয়াছে।

১। সকল মানুষই আল্লাহ-তা'আলার দাস এবং আল্লাহ-তা'আলা সকল মানুষেরই রব্ব।

২। দাসের পক্ষে রব্বের ক্ষমতা-অক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা বাস্তবিকই অনধিকার চর্চা, ধৃষ্টতা ও চরম মূর্খতার পরিচায়ক।

৩। রব্বের কাছে সকল দাসই মূলতঃ সমান। রব্ব তাঁহার সকল দাসের সহিত মূলতঃ সমান ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু রব্বের আদেশ পালন সম্পর্কে দাসদের মধ্যে যেরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের প্রতি রব্বের ব্যবহারেও তদনুরূপ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে দাস রব্বের হুকুম যত ভালভাবে পালন করে সে তার রব্বের ততই প্রিয়।

এই নীতিগুলির মাধ্যমে অমুসলিমদেরে জানান হইতেছে যে, পয়গম্বরী লাভ করা য়াহূদী জাতি, খৃষ্টান জাতি বা অপর কোন জাতির একচেটিয়া অধিকার নয়—বরং আল্লাহ যে জাতির যে ব্যক্তিকে পয়গম্বরীর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন তাঁহাকেই পয়গম্বরী দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, য়াহূদী ও খৃষ্টান জাতিই আল্লাহ-তা'আলার একমাত্র প্রিয়পাত্র নহে—বরং যে জাতি বা যে জাতির যে কেহ আল্লাহ-তা'আলার 'ইবাদত অকপট চিত্তে সম্পাদন করে এবং তাঁহার আদেশ সন্তুষ্টচিত্তে পালন করে সেই আল্লার প্রিয়পাত্র।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক মানুষ তাহার কর্মাকর্মের জন্য দায়ী। য়াহূদী, খৃষ্টান অথবা অপর কোন ধর্মাবলম্বী কাহারও এ সম্পর্কে কোন খাতির করা হইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

تعملون .

অধিকতর অনাচারী আর কে হইতে পারে? আর তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অমনোযোগী নন।[১৬০]

١٤١ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون .

১৪১ উহা একটি জাতি ছিল—অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহারা যাহা করিয়া গিয়াছে তাহার ফল তাহাদের প্রাপ্য এবং তোমরা যাহা করিয়া চলিয়াছ তাহার ফল তোমাদের প্রাপ্য। আর তাহারা যাহা করিত তাহার সম্বন্ধে তোমাদেরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না।

১৬০ য়াহুদীগণ দাবী করিত যে, হযরত ইব্‌রাহীম আঃ, হযরত ইসমা'ঈল আঃ, হযরত ইসহাক আঃ, হযরত য়া'কুব আঃ, এবং ইসরাঈলীয় গোত্রগুলি যে ধর্মের অনুসরণ করিতেন সেই ধর্মই হইতেছে য়াহুদী ধর্ম। পক্ষান্তরে খৃষ্টানগণ দাবী করিত যে, তাঁহারা যে ধর্ম অনুসরণ করিতেন সেই ধর্মই বর্তমান খৃষ্টান ধর্ম। উভয় জাতির এই প্রকার দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ-তা'আলা ঘোষণা করেন যে, য়াহুদী বা খৃষ্টান যে প্রকার ঈমান রাখে এবং যে মতবাদ মানিয়া চলে ইব্‌রাহীম, ঈসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব বা ইসরাঈলীয় গোত্রদের কাহারও সে প্রকার ঈমানও ছিলনা এবং তাঁহাদের কেহই ঐরূপ কোন মতবাদও মানিয়া চলিতেন না। তাঁহাদের ধর্ম ছিল ইসলাম—আল্লাহ-তা'আলার আদেশের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তারপর, আল্লাহ-তা'আলা বলেন যে, তিনি যেহেতু সকল বিষয়ের প্রকৃত খবর রাখেন কাজেই তাঁহার এই ঘোষণাটি যথার্থ বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। অধিকন্তু, য়াহুদী ও খৃষ্টানদের নিকটে এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ রহিয়াছে তাহাও আল্লাহ-তা'আলার এই ঘোষণা সমর্থন করে। তাহারা ঐ সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি গোপন করিয়া তাহাদের ঐ ভিত্তিহীন দাবী উপস্থাপিত করিয়া থাকে। ইহার জন্য তাহাদিগকে এক দিন আল্লার সামনে জবাবদিহি করিতে হইবে।

প্রথম জুয্‌ সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্তাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিংশতি পরিচ্ছেদ ঃ

অছীয়তের বিবরণ ঃ

১৬৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ(দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে —যাহার এরূপ কোন সম্পদ থাকে যাহাতে সে অছীয়ত করিতে পারে দুই রাত্রিও অছীয়ত বিহীন অতীত করা উচিত নহে কিন্তু তাহার অছীয়ত লিখিত অবস্থায় তাহার নিকট বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ما حق امرء مسلم له شيئ ان يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده

১৭০) হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে আরয করিলাম, হে আল্লাহর রসূল (দঃ) আমি একজন ধনী লোক আর একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত আমার অপর কোন ওয়ারেস নাই, আমি আমার মালের দুই তৃতীয়াংশ ছদকা করিয়া দিতে পারি কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না। আমি আরয করিলাম, তাহলে অর্ধেক ছদকা করিতে পারি কি? তিনি বলিলেন, না। আমি তবে তৃতীয়াংশ ছদকা করিতে পারিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, তৃতীয়াংশ ছদকা করিতে পার আর ইহাই উত্তম। তুমি তোমার ওয়ারেসকে মালদার রাখিয়া যাওয়া—দরিদ্র অবস্থায় তাহারা মানুষের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া ঘোরে—পরিত্যাগ করার চাইতে অতি উত্তম।—বুখারী ও মুসলিম।

قلت يارسول الله انا ذو مال ولا يرثنى الا ابنة لى واحدة افا تصدق بثلثى مالى قال لا قلت افا تصدق بشطره قال لا قلت افا تصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

১৭১) আয়েশা ছিদ্দীকার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রসূল, আমার মাতা হঠাৎ ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং কোন অছীয়ত করিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস যে, যদি তিনি কথা বলিতে পারিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি ছদকা করিয়া যাইতেন। আমি যদি তাঁহার পক্ষে ছদকা প্রদান করি তবে তিনি উহার ছওয়াব পাইবেন কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, হাঁ তিনি ছওয়াব পাইবেন।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত।

ان رجلا اتى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يارسول الله ان امى افتلتت نفسها ولم توص واظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجران تصدقت عنها قال نعم

১৭২) হযরত আবু উমামা বাহিলী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ দঃ বলিয়াছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক বণ্টন করিয়া দিয়াছেন (ওয়ারেসগণের অংশ নির্ধারিত হইয়াগিয়াছে) অতএব ওয়ারেসের জন্য কোনরূপ অছীয়ত করার আবশ্যকতা নাই।—আহমদ ও সুনন; নাসায়ী ব্যতীত, আহমদ ও তিরমিযী ইহাকে হাসন বলিয়াছেন

قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث

www.ahlehadeethbd.org

এবং ইবনে খুযায়মা ও ইবনে জারূদ ইহাকে সবল বলিয়াছেন। দারকুত্নী উক্ত হাদীসটি ইবনে আব্বাসের সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং উহার শেষে "কিন্তু যদি ওয়ারেসগণ ইচ্ছা করেন" শব্দগুলি বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহার সনদও হাসন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১৭৩) হযরত মুআয বিন জবলের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ তোমাদের মৃত্যুকালে তোমাদের

قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم

সম্পদের তৃতীয়াংশ নিজেদের ছওয়াব বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে (অছীয়ত দ্বারা) ব্যয় করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।—দারকুতনী। আহমদ ও বয্যার আবুদ্ দরদার সূত্রে আর ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু সমস্তটাই দুর্বল যদিও পরস্পরে মিলিত হইয়া কিছুটা সবল হয়। আর যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ

গচ্ছিত বস্তুর বিবরণ ঃ

১৭৪) জনাব আম্‌র বিন শুয়াইব স্বীয় প্রপিতামহের সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যাহার নিকট কোন বস্তু

عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان

গচ্ছিত রাখা হয় (তাহার অনিচ্ছায় যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়) তাহা হইলে তাহার প্রতি উহার দণ্ড অবশ্যম্ভাবী হইবে না।—ইবনে মাজাহ, ইহার সনদ দুর্বল[১]।

১) কারণ উহাতে মুছান্না বিন ছব্বাহ নামক রাবীকে ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ী যয়ীফ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইবনে মঈন 'তাহাকে সৎ লোক এবং তাঁহার লিখা গৃহীত হইবে, পরিত্যক্ত হইবেনা' বলিয়াছেন। অধিকন্তু গচ্ছিত বস্তুত দণ্ড লাগিবে না বলিয়া ইজমাও সংঘটিত হইয়াছে।—অনুবাদক।

অষ্টম অধ্যায় ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

নিকাহের বিবরণ ঃ

১৭৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন মসঊদ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়া বলিয়াছেন, আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া রসূলুল্লাহ (দ) বলিয়াছেন, হে যুবকের দল তোমাদের যে কেহ বিবাহের সামর্থ রাখে তাহার পক্ষে বিবাহ

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

করা উচিত, কারণ, উহা শালনতা রক্ষার এবং প্রবৃত্তিকে সংযত করার অধিক উপযোগী। পক্ষান্তরে, যাহারা বিবাহের সামর্থ না রাখে তাহাদের পক্ষে সিয়ামের সাধনা করা উচিত, কারণ সিয়াম তাহাকে সংযত জীবন যাপনে সহায়তা করিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

১৭৬) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দ) আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করার পর বলিলেন[২]

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكني انا اصلي وانام واصوم

২) হাদীসের প্রথমাংশ এই যে, তিনজন লোক রসূলুল্লাহর আমল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য রসূলপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তর শ্রবণে তাহারা উহাকে অতি নগণ্য মনে করিয়া বলিল, রসূলুল্লাহর সহিত আমাদের কি তুলনা হইতে পারে? আল্লাহ তাঁহার অগ্র-পশ্চাতের সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহাদের এক ব্যক্তি বলিল, আমি আর বিবাহ করিবনা অর্থাৎ স্ত্রীসংস্পর্শে আসিবনা, অপর ব্যক্তি বলিল, আমি সর্বদা নমায পড়িতেই থাকিব আর কদাচ নিদ্রা যাইব না, তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি সর্বদা সিয়াম পালন করতেই থাকিব আর কখনও ইফতার করিব না। তাহাদের এহেন উক্তির সংবাদ শ্রবণ করতঃ রসূলুল্লাহ (দঃ) অন্যান্য সাহাবাদের সহিত ইহাদিগকে সমবেত করতঃ হাদীসে উল্লিখিত ভাষণ প্রদান করিলেন।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

কিন্তু আমি নমায পড়ি এবং শয়ন করি, রোযা রাখি এবং ইফতারও করি আর বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হই। অতএব যাহারা আমার সুন্নত হইতে পরাঙ্মুখ হয় সে আমার দলভুক্ত নহে।—বুখারী ও মুসলিম।

وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

১৭৭) হযরত আনস (রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বিবাহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন এবং নারী সঙ্গম পরিত্যাগ করিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিতেন।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يامر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة

তিনি বলিতেন, তোমরা প্রেমময়ী অধিক সন্তান প্রসব কারীণী স্ত্রীলোক বিবাহ কর (অধিক সন্তান লাভ কর) আমি তোমাদের দ্বারা নবীদের সম্মুখে কেয়ামত দিবসে সংখ্যাধিক্যের গৌরব করিব।—আহমদ, ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান মা'কেল বিন ইয়াছারের প্রমুখাৎ ইহার একটি শাহেদও (সাক্ষ্য) রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

১৭৮) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, চারিটি গুণের যে কোন একটি গুণ বিশিষ্টা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা যায়, যথা

عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

সম্পদশালিনী, উচ্চ বংশীয়া, সুন্দরী এবং ধর্মপরায়ণা হওয়ার জন্য। কিন্তু সর্বদা ধর্মপরায়ণাকেই অগ্রাধিকার দান করিবে।—বুখারী, মুসলিম, আহমদ ও সুনন।

১৭৯) তিনি আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, নবী (দঃ) যখন কোন ব্যক্তির বিবাহের পর তাহার জন্য দোয়া করিতেন তখন বলিতেন

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان اذا رفا انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير

"বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জমাআ বায়না কুমা বেখায়রিন।" আল্লাহ তোমাদের এই বৈবাহিক জীবনকে সমৃদ্ধ করুন, তোমাদের প্রতি বরকত নাযেল করুন এবং তোমাদের মিলনকে মধুময় করুন।—আহমদ ও সুনন। তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

১৮০) হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাযিঃ) বলিয়াছেন, (বিবাহ প্রভৃতি) আবশ্যকীয় কার্যের সময় নিম্নলিখিত খুৎবা পাঠ করিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন আলহামদু লিল্লাহি নাহ্‌মাদুহু ওয়া নাস্‌তাঈনুহু ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহে মিন্‌ শুরূরে আন্‌ফুসিনা মাইঁইয়াহদিয়াল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাইঁ য়ুয্‌লিল্‌হু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আল্‌ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মদান্‌ আবদুহু ওয়া রসূলুহু—আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা আমরা তাঁহার প্রশংসাকির্তন করিতেছি; তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা হইতে মুক্তি চাহিতেছি। বস্তুতঃ আল্লাহ যাহাকে হিদায়ত দান করেন তাহাকে কেহ গোমরাহ্‌ করিতে পারিবেনা আর যাহাকে গোমরাহ্‌ করেন তাহাকে অপর কেহ হিদায়ত দান করিতে পারিবে না। আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন ইলাহ নাই আর আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর বিশেষ বান্দা ও রসূল। অতঃপর রসূলুল্লাহ তিনটি আয়াত (সুরত আলে ইম্‌রাণের ১০২

علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات

www.ahlehadeethbd.org

আয়ত, সূরত আন্‌নিসার ১ আয়াত এবং সূরত আল্ আহযাবের ৭০—৭১ আয়াত) পাঠ করিতেন। —আহমদ ও সুনন, তিরমিযী ও হাকিম ইহাকে হাসন বলিয়াছেন।

১৮১) হযরত যাবের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে—রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ কোন মহিলাকে বিবাহের পয়গাম প্রদান করে তখন সম্ভব হইলে সে

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى مايدعوه الى نكاحها فليفعل

উক্ত মহিলাকে এরূপ দর্শন করিতে পারে যাহাতে তাহার বিবাহের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়।—আহমদ ও আবূ দাউদ। রাবী সকলেই বিশ্বস্ত।.....মুসলিমে আবূ হুরায়রার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবাহে উদ্যত জনৈক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উক্ত স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াছ কি? সে বলিল, জী, না। হুযূর বলিলেন, যাও তাহাকে দেখিয়া আস।

১৮২) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ তাহার অপর ভ্রাতার পয়গামের উপর যেন

لايخطب احدكم فى خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له

পয়গাম না দেয় যতক্ষণ না সেই পয়গাম দাতা উহা পরিত্যাগ করে অথবা তাহাকে অনুমতি প্রদান করে।—বুখারী ও মুসলিম, শব্দ বুখারী হইতে গৃহীত।

১৮৩) হযরত সহ্‌ল বিন সা'দ সায়েদী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদ্‌মতে হাযির হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজে নিজেকে আপনার খিদমতে উৎসর্গ (আপনার সহিত বৈবাহিক জীবন

يارسول الله جئت اهب لك نفسى فنظر اليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يارسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شئ فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيأ فذهب ثم رجع فقال لاوالله يارسول الله ماوجدت شيأ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولاخاتما من حديد ولكن هذا ازارى قال سهل مالـه رداء فلها نصفه الخ

যাবন) করিতে আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার আপাদ মস্তক চক্ষুযুগল উপর নীচে করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না, স্ত্রীলোকটি যখন দেখিল যে, তিনি কোন উত্তর দিলেন না তখন সে বসিয়া পড়িল (রসূলুল্লাহকে অন্যমনস্ক দেখিয়া) জনৈক ছাহাবী দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, হে আল্লাহর রসূল, যদি আপনার (বিবাহের) আবশ্যক না থাকে তাহাহইলে উক্ত স্ত্রীলোকটিকে আমার সহিত বিবাহ দিয়া দিন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার কাছে (দেন মোহর প্রদানের উপযোগী) কিছু আছে কি? সে বলিল, আল্লাহর দিব্য আমার কিছুই নাই। হুযূর বলিলেন, যাও বাড়ীতে যাইয়া খোঁজ করিয়া দেখ কিছু পাও নাকি। লোকটি চলিয়া গেল আর কিছুক্ষণ পর পুনরাগমন করতঃ আরয করিল, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর শপথ, আমি কিছুই পাই নাই। হুযূর বলিলেন, দেখ একটি লৌহ আংটিও যদি পাওয়া যায়। লোকটি গমন করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রসূল, লোহার আংটিও পাই নাই কিন্তু এই আমার পরনে যে লুঙ্গি আছে তাহার অর্ধেক তাহাকে দান করিব! সহ্‌ল রাবী বলেন, ইহা ব্যতীত তাঁহার কোন চাদরও ছিল না। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, তোমার লুঙ্গীতে কি হইবে? তুমি পরিধান করিলে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না আর সে পরিধান করিলে তোমার কোন অংশ থাকিবেনা।

www.ahlehadeethbd.org

লোকটি বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর নিরাশ মনে উঠিয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কুরআনের কিছু কণ্ঠস্থ করিয়াছ কি? সে আরয করিল, জী হাঁ, অমুক অমুক সুরত আমার কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন আচ্ছা তুমি উক্ত মহিলাকে উক্ত সুরাগুলি পড়াইয়া দিবে? সে বলিল, জী আচ্ছা। হুযুর বলিলেন তাহাহইলে উহার বিনিময়ে উক্ত মহিলাকে আমি তোমার সহিত বিবাহ দিয়া দিলাম, তুমি তাহাকে লইয়া গমন কর।—বুখারী ও মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনাতে স্পষ্ট রহিয়াছে, যাও আমি তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিয়া দিলাম, অতএব তুমি তাহাকে কুরআন শিক্ষা দিবে। বুখারীর বর্ণনাতে রহিয়াছে আমি তোমার কণ্ঠস্থ কুরআনের বিনিময়ে তাহার বিবাহ দিলাম, আবু দাউদ হযরত আবু হুরায়রার সুত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (কুর্আনের) কতটুকু কণ্ঠস্থ করিয়াছ? সে বলিল, সুরত আল্ বকারাহ এবং তাহার পরবর্তী সুরা (আলে ইমরান)। হুযুর বলিলেন, তবে যাও তাহাকে ২০টি আয়াত শিক্ষা দাও।

১৮৪) জনাব আমের বিন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র স্বীয় পিতার সুত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, তোমরা বিবাহের খবর ঘোষণা করিয়া দাও।—আহমদ, হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلم قال أعلنوا النكاح

১৮৫) হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। ইমাম

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لانكاح الا بولى

আহমদ ইমরান বিন হুছাইনের সুত্রে মর্ফু'ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন لانكاح الا بولى وشاهدين অভিভাবক ও দুই জন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না।—আহমদ ও সুনন, ইব্নুল মদীনী, তিরমিযী এবং ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। কেহ কেহ মুর্সলও বলিয়াছেন।

১৮৬) জননী আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে কোন স্ত্রীলোক তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিবে তাহার বিবাহ বাতিল (অসিদ্ধ) হইবে। যদি ইহাতে পুরুষ তাহার সহিত সঙ্গম করিয়া ফেলে

قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له

তবে তাহাকে তাহার যৌনেন্দ্রীয় বৈধ করার বিনিময়ে মোহর প্রদান করিবে। যদি অভিভাবক নির্ণয়ে পারস্পরিক বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে অভিভাবক বিহীন স্ত্রীলোকের অভিভাবক হইবে শাসনকর্তা।—সুনন, নাসায়ী ব্যতীত—আবু আওয়ানা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

১৮৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দ) বলিয়াছেন, বিধবাকে তাহার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করা চলিবেনা এবং অবিবাহিতা মেয়ের নির্দেশ ব্যতীত বিবাহ

لاتنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت

প্রদান করা উচিত নহে, সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রসুল! তাহার অনুমতি কিরূপে হইবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, মৌনতা অবলম্বন করা।—বুখারী ও মুসলিম।

১৮৮) হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ হইতে বর্ণিত হইয়াছে—নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, বিধবা স্ত্রীলোক তাহার নিজের সম্বন্ধে অভিভাবক অপেক্ষা অধিক হকদার এবং বাকেরার নিকট

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستامر واذنها سكوتها

www.ahlehadeethbd.org

হইতে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত এবং তাহার মৌন-তাবলম্বনই তাহার অনুমতি স্বরূপ।—মুসলিম। অপর বর্ণনাতে বিধবা সম্বন্ধে অভিভাবকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবেনা এবং বালেগা মেয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।—আবু দাউদ ও নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

১৮৯) হযরত আবু হুরায়রা (রাযি) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, কোন স্ত্রী-লোক কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ দিতে পারিবেনা এবং স্ত্রীলোক নিজেকে বিবাহ দিতে পারিবে না।—ইবনে মাজাহ ও দার-কুতনী। ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত।

لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

১৯০) জনাব নাফে' হযরত ইবনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) 'শেগার' হইতে নিষেধ করিয়াছেন। 'শেগার' এই যে, কোন পুরুষ স্বীয় কন্যাকে অপরের নিকট এই শর্তে বিবাহ প্রদান করে যে, অপর ব্যক্তি স্বীয় কন্যাকে তাহার নিকট বিবাহ প্রদান করিবে অথচ উভয়ের মধ্যে দেন মোহরানা থাকেনা (শুধু বিবাহকেই মোহর সাব্যস্ত করা হয়)।—বুখারী ও মুসলিম। অপর সূত্রে উভয় ইমামই শেগারের প্রদত্ত ব্যাখ্যা নাফেএর উক্তি বলিয়া একমত হইয়াছেন।

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق

১৯১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—তিনি বলিয়াছেন যে, জনৈকা বাকেরা মেয়ে নবী করীমের (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া ফরিয়াদ করিল যে, তাহার অমত হওয়া সত্বেও তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু সে উক্ত বিবাহ পছন্দ করেনা। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে এখতিয়ার প্রদান করিলেন,।—আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

ان جارية بكرا اتت النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهى كارهة فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

১৯২) জনাব হাসন হযরত ছামুরার (রাযিঃ) মারফত রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, যে মহিলাকে তাহার (সমপর্যায়ের) দুইজন অভিভাবক (দুই স্থানে পর পর) বিবাহ প্রদান করিয়াছে তাহাদের প্রথম অভিভাবকের বিবাহই সঠিক হইবে। (পক্ষান্তরে যদি এক সঙ্গে বিবাহ দিয়া থাকে তবে উভয়ের বিবাহই বাতিল হইবে)।—আহমদ ও সুনন। তিরমিযী ইহাকে হাসন বলিয়াছেন।

ايما امرأة زوجها وليان فهى للاول منهما

১৯৩) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে গোলাম (ভৃত্য) তাহার মালিকের (প্রভুর) অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিয়াছে সে ব্যাভিচারী।—আহমদ, আবুদাউদ ও তিরমিযী। তিনি ও ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ايما عبد تزوج بغير اذن مو اليه واهله فهو عاهر

১৯৪) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন স্ত্রী-লোককে তাহার ফুফুর সহিত বিবাহ সূত্রে একত্রিত করা যাইবেনা এবং তাহাকে তাহার খালার সহিতও একত্রিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা যাইবেনা (উহা বৈধ নহে)।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لايجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

১৯৫) হযরত উসমান (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন যে, ইহরামধারী বিবাহ করিতে এবং করাইতে পারিবেনা।—মুসলিম। অপর বর্ণনাতে বিবাহের পয়গামও দিবেনা।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاينكح المحرم ولا ينكح وفى رواية له ولا يخطب

১৯৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) জননী ময়মুনাকে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

تزوج النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم

www.ahlehadeethbd.org

পক্ষান্তরে, স্বয়ং ময়মুনা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) 'হালাল' থাকা অবস্থায় তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন।—মুসলিম।

১৯৭) হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج

শর্ত সমূহের মধ্যে পূর্ণ করার সর্বাগ্রাধিকারী শর্ত হইতেছে তাহা যাহাতে তোমরা স্ত্রী-অঙ্গকে বৈধ করিয়া থাক। (অর্থাৎ দেন মোহরের শর্ত পূর্ণ করা অধিক বাঞ্ছনীয়।)—বুখারী ও মুসলিম।

১৯৮) হযরত সল্‌মা বিন আক্‌ওয়া' (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عام اوطاس فى المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها

রসুলুল্লাহ (দঃ) আওতাব নামক যুদ্ধের সময় তিন দিনের জন্য মুতা-আর নির্দিষ্ট সময়ের বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন। অতঃপর উহা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।—মুসলিম।

১৯৯) হযরত আলী (বিন আবি তালেব) রাযিঃ কর্তৃক বর্ণিত

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر

হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) খয়বরের বছরে মুতাআ (সাময়িক বিবাহ) নিষিদ্ধ করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

২০০) তিনি (আলী রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر

রসুলুল্লাহ (দঃ) খয়বর দিবসে স্ত্রীলোকের সহিত সাময়িক বিবাহ এবং গৃহপালিত গর্দভ ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।—আহমদ ও ছেহাহ ছিত্তা—আবু দাউদ ব্যতীত।

২০১) জনাব রবী বিন ছাবুরাতা স্বীয় পিতার সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

انى كنت آذنت لكم فى الاستمتاع من النساء ان الله قد حرم ذالك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا

বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে স্ত্রীলোকের দ্বারা সাময়িক বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া লাভবান হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলাম কিন্তু এখন আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন। অতএব যাহার নিকট এইরূপ স্ত্রীলোক থাকে তাহার পক্ষে অবিলম্বে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহার কিছুই ফেরৎ গ্রহণ করিওনা।—মুসলিম, আবু দাউদ, নাছায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমদ ও ইবনে হিব্বান।

২০২) হযরত ইবনে মসউদ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যে, রসু-

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له

লুল্লাহ (দঃ) হালালাকারী এবং যাহার জন্য হালাল করা হইয়াছে উভয়কে অভিসম্পাৎ করিয়াছেন।—আহমদ, নাসায়ী ও তিরমিযী। তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। নাসায়ী ব্যতীত অপর সুনন গ্রন্থে হযরত আলীর প্রমুখাতও এই বিষয়ের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

২০৩) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসু-

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا ينكح الزانى المجلود الا مثله

লুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, শাস্তি প্রাপ্ত ব্যভিচারী তাহারই অনুরূপ নারীকেই বিবাহ করিতে পারিবে।—আবুদাউদ ও আহমদ, ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত।

২০৪) জননী আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত

قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذالك فقال لاحتى يذوق الآخر من عسيلتها ماذاق الاول

হইয়াছে যে, জনৈক পুরুষ তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করিল এবং (ইদ্দতের পর) অপর পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিল কিন্তু সঙ্গমের পূর্বেই তাহাকে তালাক প্রদান করিল এবং তাহার পূর্বস্বামী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া রসুলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর ন্যায় উক্ত স্ত্রীলোকের আস্বাদ গ্রহণ করিবে (তাহার সহিত সঙ্গম করিবে) পূর্ব স্বামী তাহাকে পুনর্বিবাহ করিতে পারিবে না।—বুখারী ও মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

নীয়াতের হাকীকাত

—শাইখ আবদুর্‌রাহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

সর্বসাধারণ মুসলিমদের মধ্যে যে সকল ইসলামী পরিভাষার বহুল প্রচলন বর্তমান রহিয়াছে তন্মধ্যে নীয়াত পরিভাষাটি অন্যতম। 'নীয়াত' শব্দটি অথবা 'নীয়াত' মূল হইতে উদ্ভূত কোন শব্দ কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হয় নাই। রাসূলের হাদীসে নীয়াত শব্দটির এবং ঐ শব্দ হইতে গঠিত অপর শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। নীয়াত অর্থ বুঝাইবার জন্য কুরআন মাজীদে 'ইরাদা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

নীয়াত, ইরাদা ও কাস্‌দ (قصد، ارادہ، نیت) শব্দ তিনটির অর্থ প্রায় এক। শব্দগুলির অর্থ 'ইচ্ছা করা' 'অভিলাষ করা', 'বাসনা করা', ইত্যাদি।

নীয়াত শব্দটি ইসলামী পরিভাষা হিসাবে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

সূরা আল্‌-বাকারার ১১২ নং আয়াতে بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن এর তাফসীর প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী নীয়াত-সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইল্‌মুল-কালামের এই শ্রেষ্ঠ ইমাম ও অপর কালাম-শাস্ত্রবিদগণ নীয়াতের যে তা'রীফ ও সংজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই ঃ—

কোন কাজের উপকারিতা অথবা কোন কাজের অপকারিতা উপলব্ধি করিবার পরে ঐ উপকারী কাজটি সম্পাদন করিয়া অথবা ঐ অপকারী কাজটি পরিত্যাগ করিয়া শরী'আত মতে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে, যে মানসিক বৃত্তি ও আন্তরিক অবস্থা মানুষকে ঐ উপকারী কার্যটি সম্পাদনে অথবা ঐ অপকারী কার্যটি পরিত্যাগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে সেই মানসিক অবস্থার নাম নীয়াত। দুইটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিতেছি। 'দুঃখীকে দান করা সওয়াবের কাজ।' ইহা উপলব্ধি করিবার পরে একজন দুঃখী দেখিতে পাইলাম এবং ইহাও দেখিলাম যে, দান করিবার মত কিছু আমার আছে। তখন সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে আমার মনের মধ্যে এমন অবস্থার উদয় হইল যাহার ফলে আমি দান করিলাম। এই ক্ষেত্রে, যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হওয়ার ফলে আমি ঐ কাজটি করিলাম সেই মানসিক অবস্থার নাম নীয়াত।

'নমায পড়া উপকারী' এই তথ্য আমি উপলব্ধি করিবার পরে যখন নমাযের সময় উপস্থিত হইল তখন ঐ উপকার লাভের জন্য আমার অন্তরে এমন একটি ভাবের সৃষ্টি হইল যাহার ফলে আমি নমায না পড়িয়া থাকিতে পারিলাম না। তাই নামাযে দাঁড়াইয়া গেলাম। যে মানসিক অবস্থা আমাকে নামাযে দাঁড়াইতে বাধ্য করিল সেই মানসিক অবস্থা-টির নাম নীয়াত।

নীয়াত এক প্রকার মানসিক অবস্থা বিশেষ। কাজেই নীয়াতের স্থান মন বা অন্তর। নীয়াতের স্থান মুখ-গহ্বরও নয়, জিহ্বাও নয়। বস্তুতঃ মুখের কথার সাথে নীয়াতের কোন সম্পর্কই নাই। ফলে, অন্তরের মধ্যে যদি ঐ বিশেষ অবস্থাটির উদয় না হয় তবে—ঐ অবস্থাটির কথা মুখে হাযার বার আও-ড়াইলেও শরী'আতে তাহা নীয়াত বলিয়া পরিগণিত হইবে না। পক্ষান্তরে, ঐ বিশেষ অবস্থাটি যদি অন্তরে বিরাজ করে অথচ সে সম্পর্কে কিছুই বলা না হয় তবে শরী'আতে তাহা নীয়াত বলিয়া গৃহীত হইবে। ভিক্ষুককে কিছু দান করিবার সময় মুখে এই কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না, "আমি নীয়াত করিলাম যে, আমি এই ভিক্ষুককে এই জিনিষটি আল্লার ওয়াস্তে দান করিলাম।" যাকাত বাহির করিয়া রাখিবার সময়ে এই কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না—'আমি নীয়াত করিলাম যে, আমি এই টাকা আল্লার ওয়াস্তে যাকাত হিসাবে বাহির করিয়া রাখিলাম'।

www.ahlehadeethbd.org

পরিবেশ ও মানসিক অবস্থাই নীয়াত হিসাবে যথেষ্ট। আমি যদি ভোর সকালে উযু করিয়া মসাজিদে গিয়া ইমামের পিছনে মুক্তাদী হইয়া দাঁড়াই তবে আমার পরিবেশই জানাইয়া দিবে যে, আমি ফজরের দুই রাক্'আত ফরয নামায পড়া স্থির করিয়া তাহার জন্য নীয়াত করিয়াছি دلالة الحال ابلغ بيانا মুখের কথার তুলনায় পরিবেশের ইঙ্গিত অধিকতর বাগ্মী। তাই ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহঃ সূরা আল্-বাকারার ১১২ নং আয়াতের بلى من اسلم وجهه لله র তাফসীর করিতে গিয়া নীয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ—

اعلم ان الجاهل اذا سمع الوجوه العقلية والنقلية فى انه لابد من النية يقول فى نفسه عند تدريسه وتجارته نويت ان ادرس لله واتجر لله يظن ان ذالك نية' وهيهات ـ النية بمعزل عن جميع ذالك' وانما النية البعاث النفس وميلها الى ماظهر لها ان فيه غرضها اما عاجلا واما اجلا

ইমাম রাযীর উক্তির তরজমা ঃ—'প্রত্যেক নেক কাজের ফল লাভের জন্য নীয়াত অপরিহার্য'—এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত প্রমাণ এবং বিবেকসম্মত যুক্তিগুলি যখন জাহিল—মূর্খ লোকে শুনে তখন সে কাহাকেও পড়াইবার সময়ে বলে, "نويت ان ادرس لله" আমি আল্লার ওয়াস্তে পড়াইবার নীয়াত করিলাম", ব্যবসা-লেনদেনের সময়ে বলে, نويت ان اتجر لله "আমি আল্লার ওয়াস্তে ব্যবসা করিবার নীয়াত করিলাম।" এই প্রকার কথা মুখে বলে আর মনে করে যে, এই তো নীয়াত হইল। কিন্তু সে থাকে বহু দূরে—নীয়াত এই সকল হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ যে কাজের পশ্চাতে দুনয়াতে অথবা আখিরাতে অন্তরের কোন উদ্দেশ্য বর্তমান থাকে সেই কাজ সম্পাদন কল্পে অন্তরে প্রেরণা জাগরিত হওয়া ও আগ্রহ উদয় হওয়ার নাম নীয়াত।"[১]

১ ইমাম গাযালী রহঃও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। احياء العلوم ৪র্থ খণ্ড, নীয়াত অধ্যায়, ২৬৭ পৃষ্ঠা।

নীয়াতের প্রকার ভেদ

নীয়াতের অপর নাম 'ইচ্ছা'। এই নীয়াত বা ইচ্ছার পশ্চাতে থাকে কোন একটি উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যই নীয়াতকে নেক ও বদ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেয়। যে নীয়াতের পশ্চাতে শারী'আত-সম্মত উদ্দেশ্য থাকে সেই নীয়াতটি হয় নেক নীয়াত; আর যে নীয়াতের পশ্চাতে শারী'আত-বিরুদ্ধ উদ্দেশ্য থাকে সেই নীয়াতটি হয় বদ নীয়াত।

নীয়াতের আবশ্যকতা ও মর্যাদা ضرورت ও فضيلت সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করিব।

সূরা الحج র ৩৭নং আয়াতে আল্লাহ্-তা'আলা বলেন,

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

তরজমা ঃ কুরবানী করা জানোয়ারের গোশ্ত ও আল্লার নাগাল পায় না আর তাহার রক্তও নাগাল পায় না—বরং কুরবানী ব্যাপারে তোমাদের তাক্ওয়াই আল্লার নিকটে গিয়া পৌঁছে।" অর্থাৎ কুরবানী সম্পর্কে যদি নীয়াত বিশুদ্ধ থাকে—কুরবানী যদি একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে তবে সেই কুরবানীই আল্লার দরবারে মান্যুর ও মাক্বুল হইয়া থাকে।

সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে আবু হুরাইয়ার যবানী বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لاينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم

আল্লাহ্-তা'আলা তোমাদের চেহারার [সৌন্দর্য] বা ধনের [প্রাচুর্যের] প্রতি লক্ষ্য করেন না—বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও তোমাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য করেন। অর্থাৎ দরিদ্র কুশ্রী ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ অন্তরে সৎ কাজ করে তবে আল্লাহ তার প্রতি রাযী থাকেন—আর সুশ্রী, ধনী ব্যক্তি অশুদ্ধ, অপবিত্র নীয়াতে শত নেক কাজ করিলেও আল্লাহ তা আলা তাহার প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হন না। কাজেই কোন

www.ahlehadeethbd.org

নেক্ কাজ করিবার সময়ে অন্তরকে উত্তমরূপে পাহারা দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন ওঠে, কোন্ প্রকার নীয়াতকে নেক নীয়াত, শারী'আত-সম্মত নীয়াত বলা হইবে? এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতগুলি দ্রষ্টব্য :—

সূরা الكهف র ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ-তা'আলা বলেন,

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه

এই আয়াতে আল্লাহ-তা'আলা নবী করীম সঃ-কে খিতাব করিয়া বলেন, "[হে নবী,] আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকের সাহচর্যে স্থির রাখুন যাহারা তাহাদের রব্বের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সকাল-সন্ধ্যা ডাকিতে থাকে।" অর্থাৎ যাহারা আল্লার সন্তোষ বিধানের নীয়াত অন্তরে দৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল রাখিয়া আল্লার 'ইবাদাতে—আল্লার যিক্র-ফিক্রে সর্বদা মশগুল থাকে আপনি তাহাদের সাহচর্য ও সংগ পাইয়াই নিশ্চিন্ত হউন। এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হয় যে, **আমাদের সকল ইবাদতের মূলে আল্লার সন্তোষ লাভের নীয়াত থাকা অত্যাবশ্যক। যে নীয়াতের পশ্চাতে আল্লার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্য থাকিবে সেই নীয়াতই নেক নীয়াত।**

সূরা আল্-আন্'আমের ১৬৩—১৬৪ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ-তা'আলা তাঁহার রাসূলকে বলেন,

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين لاشريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين .

[হে নবী, আপনি লোকদের সামনে নিজের সম্বন্ধে এই কথা] ঘোষণা করুন,

"আমাকে এই আদেশই করা হইয়াছে যে, আমার নামায, আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আমার জীবন-যাপন, আমার মরণ—সবই যেন শরীকহীন আল্লাহ রব্বুল-'আলামীনের সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়—[আর শুনে রাখ] আমি আল্লার সামনে সর্ব প্রথম আত্মসমর্পণকারী হইলাম।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে হুকুম করার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দেন যে, আমাদের সকল নেক কাজের পশ্চাতে আমাদের যে নীয়াত রাখিতে হইবে তাহা হইবে আল্লাহ-তা'আলার সন্তোষ-লাভ।

তারপর, কোন্ প্রকার নীয়াত শরী'আত-বিগর্হিত হওয়ার ফলে—নেক কাজও শাস্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাহা জানা যায় সূরা الكهف র শেষ আয়াতটিতে। আল্লাহ-তা'আলা বলেন,

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه احدا ০

তরজমা : "যে ব্যক্তি পরকালে আল্লার দীদার-লাভের আকাঙ্খা রাখে তাহার উচিত এই যে, সে যেন নেক কাজ করিতে থাকে এবং তাহার রব্বের 'ইবাদত-ব্যাপারে অপর কাহাকেও শরীক না করে।" অর্থাৎ সে যেন আল্লাহ ছাড়া অপর কাহাকেও সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, লোক-দেখান নমায পড়িয়া জন-সমাজে মুসল্লী—নামাযী বলিয়া মাশহুর হইবার মৎলবে আল্লার 'ইবাদত না করে।

এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, যে নীয়াতের পশ্চাতে 'লোককে দেখান', 'নাম ও শোহরত হাসিল করা' প্রভৃতি উদ্দেশ্য বর্তমান থাকে সেই নীয়াতই শরী'আত-বিরুদ্ধ নীয়াত। এই প্রকার নীয়াত শির্কের পর্যায়ে পড়ে। ইহার সমর্থনে নবী সঃ-র হাদীস পাওয়া যায়। হাদীসটি এই :

মুসনাদ-আহমদ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

قال النبى صلى الله عليه وسلم من صلى يرائى فقد اشرك ومن صام يرائى فقد اشرك ومن تصدق يرائى فقد اشرك ০

তরজমা : নবী সঃ বলিয়াছেন : মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে যে কেহ নামায পড়িল সে শির্ক করিল—যে কেহ মানুষকে দেখাইবার নীয়াতে সিয়াম পালন করিল সেও শির্ক করিল। আবার যে কেহ মানুষকে দেখাইবার মৎলবে সদ্কা-দান-খয়রাত করিল সেও শির্ক করিল।"

নেক্ নীয়াত ও বদ্ নীয়াত সম্বন্ধে এবং উভয়

www.ahlehadeethbd.org

প্রকার নীয়াতের ফলাফল সম্বন্ধে নবী সঃ আরও বলেন :—

তিরমিযী, দারমী ও মুসনাদ-আহমদ হাদীস-গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে ;

قال النبى صلى الله عليه وسلم من كانت نيته طلب الاخرة جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهى راغمة ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه امره ولا ياتيه منها الا ما كتب له

নবী সঃ বলিয়াছেন : আখিরাতের ভালাই ও মঙ্গল লাভ যাহার নীয়াত হয় আল্লাহ তাহার অন্তরে অভাব-শূন্যতা দান করেন ; তাহার বিচ্ছিন্ন কাজ কর্ম গুছাইয়া দেন এবং দুন্‌য়া বশীভূত হইয়া মাথা নীচু করিয়া তাহার কাছে আসে। পক্ষান্তরে, দুন্‌য়ার উন্নতি ও মঙ্গল লাভই যাহার নীয়াত হয় আল্লাহ তাহার চোখের সামনে সর্বদা অভাব লাগাইয়াই রাখেন, তাহার সকল কাজ-কর্ম বিশৃঙ্খল করিয়া দেন এবং আল্লাহ তাহার জন্য দুন্‌য়ার যাহা কিছু বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহার হাতে আসে না"। অর্থাৎ মানুষ দুন্‌য়া দুন্‌য়া করিয়া দিন রাত শশব্যস্ত ও পেরেশান থাকিয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের এক তিল পরিমাণও বেশী লাভ করিতে পারে না। এই হাদীস হইতে জানা গেল যে, কেবলমাত্র দুন্‌য়ার উন্নতির পশ্চাতে লাগিয়া থাকা এবং অন্তরে কেবলমাত্র দুন্‌য়ার তারাক্কীর নীয়াত লইয়া কাজ করা শারী'আত অনুমোদিত নীয়াত নয়। মুমিন তাহার অন্তরে আখিরাতের মঙ্গল-লাভের নীয়াত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল রাখিয়া কাজ করিতে থাকিবে। তাহার ফলে, তাহার আখিরাত তো মঙ্গলময় হইবেই—অধিকন্তু আল্লাহ রাব্বুল-'আলামীন সকল বাদশার বাদশা আহ্‌কামুল-হাকিমীন বান্দার ঐ উদ্দেশ্য ও নীয়াত লক্ষ্য করিয়া তাহাকে দুন্‌য়াতেও সুস্থ-স্ব করিবেন।

এই হাদীস হইতে নেক ও বদ নীয়াতের দ্বিতীয় চিহ্ন জানা গেল। আখিরাতের মংগল লাভের নীয়াত শরী'আত সম্মত নেক নীয়াত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং কেবলমাত্র পার্থিব মংগল-লাভের নীয়াত শরী'আত-বিরোধী বদ নীয়াত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

নীয়াত বিশেষে কার্যের ফলাফল—মানুষের কাজের সহিত নীয়াতের পরশ লাগিলে কোন কোন কাজের আসল রূপ বদলাইয়া যায় এবং কোন কোন কাজের আসল রূপ বদলায় না। এই বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। (১) পাপ কাজ (২) সৎ কাজ ও (৩) মুবাহ কাজ—যে কাজ সম্পাদনেও সাধারণতঃ কোন পাপ বা সওয়াব হয় না এবং যে কাজ সম্পাদন না করিলেও সাধারণতঃ কোন পাপ বা সওয়াব হয় না।

(১) পাপ কাজের কথা এই যে, পাপ কাজের আসল রূপ ও প্রকৃতি কোন ক্রমেই পরিবর্তিত হয় না। যতই মহান উদ্দেশ্য ও নীয়াত লইয়া পাপ কাজ করা হউক না কেন তাহা পাপই থাকিবে। শারী'আতে যাহা পাপ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই পুণ্যে পরিণত হইতে পারে না।

(২) সৎ কাজের কথা এই যে, উদ্দেশ্য ও নীয়াত শারী'আত-সম্মত পবিত্র, বিশুদ্ধ ও মহান হইলে সৎ কাজের আসল রূপ ও প্রকৃতি বজায় থাকিবে ; কিন্তু উদ্দেশ্য ও নীয়াত শারী'আত বিরুদ্ধ বদ হইলে সৎ কাজ পাপে পরিণত হইয়া শাস্তির কারণ হইবে।

(৩) তারপর, মুবাহ কাজের কথা এই যে, মুবাহ কাজের সহিত শারী'আত-সম্মত নীয়াতের পরশ লাগিলে উহা সওয়াবের ও নেক বদলার কারণ হইয়া উঠিবে।

সৎ কাজের সহিত নেক নীয়াত ও বদ নীয়াত মিলিত হওয়া প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ 'ইল্‌মের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'ইল্‌ম শিক্ষা করিবার পশ্চাতে শারী'আত-সম্মত নীয়াত থাকিলে তাহার মর্যাদা ও সুফল সম্বন্ধে এবং 'ইল্‌ম হাসিল করিবার পশ্চাতে শারী'আত-বিরুদ্ধ নীয়াত থাকিলে তাহার কুফল সম্বন্ধে নবী করীম সঃ-র কয়েকটি হাদীস উধৃত করিতেছি।

সুনান আবু-দাউদ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك

www.ahlehadeethbd.org

طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها رضى لطالب العلم، وان العالم ليستغفر له من فى السموت ومن فى الارض والحيتان فى جوف الماء، وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر ○

তরজমা—রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "(১) যে ব্যক্তি ইল্‌মের সন্ধানে পথ চলে [ও সফরের কষ্ট স্বীকার করে] আল্লাহ তাহাকে জান্নাতের পথসমূহের কোন এক পথে চালিত করিতে থাকেন। [অর্থাৎ 'ইল্‌ম সন্ধানের কল্যাণে তাহার জন্য জান্নাতে প্রবেশ সুগম ও সহজ হইয়া উঠে।] (২) ইহা নিশ্চিত যে, ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে ফিরিশতাগণ নিজ নিজ পাখা অবনমিত করেন। [অর্থাৎ ফিরিশতাগণ ইল্‌ম অন্বেষণকারীর প্রতি বিনম্র ব্যবহার ও শিষ্টাচার অবলম্বন করেন।] (৩) ইহা নিঃসন্দেহ যে, স্বর্গ লোকের ও মর্তের সকলে এবং জলমধ্যস্থ মৎস্যরাজী 'আলিমের মাগফিরাত ও গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করিতে থাকে। (৪) ইহা নিশ্চিত যে, তারকাসমূহের উপরে পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদের যেরূপ প্রাধান্য ও মর্যাদা রহিয়াছে, 'আবিদদের উপরে 'আলিমের প্রাধান্য ও মর্যাদা ঠিক সেইরূপ। [অর্থাৎ 'আবিদগণ তারকারাজির মত ও 'আলিম চাঁদের মত।] (৫) নিশ্চয় 'আলিমগণ নাবীদের ওয়ারিশ। ইহা নিশ্চিত যে, নাবীগণ স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা মীরাসরূপে ছাড়িয়া যান নাই—তাঁহারা ইল্‌মের মীরাসই ছাড়িয়া গিয়াছেন। কাজেই যে ব্যক্তি ইল্‌ম [সম্পত্তি] আহরণ করিল সে বাস্তবিকই প্রচুর সম্পদ লাভ করিল।"[২]

আল্লাহর সন্তোষবিধান ও আখিরাতে সুফল লাভের নীয়াত লইয়া যে তালিবুল্-ইল্‌ম ইলম শিক্ষা করে এবং যে 'আলিম 'ইলম প্রচার করে সেই তালিবুল্-ইল্‌ম ও সেই 'আলিমের মহান মারতাবার কথা এই হাদীসে বলা হইল। কিন্তু শারী'আত বিরুদ্ধ নীয়াত লইয়া যে তালিবুল্-ইল্‌ম ইল্‌ম শিক্ষা করে এবং যে 'আলিম ইল্‌ম প্রচার করে তাহাদিগকে আখিরাতে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে এবং পরিণামে তাহাদিগকে জাহান্নামে যাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে নবী সঃ-র তিনটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি।

সুনান তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে —

عن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجارى به العلماء او ليمارى به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه أدخله الله النار .

তরজমা—কা'ব-ইব্‌ন-মালিক বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় আলিমদেরে পরাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা বাকবিতণ্ডায় মুর্খদেরে পরাভূত করিয়া তাহাদের মুখমণ্ডল নিজের দিকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে 'ইলম শিক্ষা করে তাহাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুণের মধ্যে প্রবেশ করাইবেন।"[৩]

আবূ-দাউদ ও ইব্‌ন-মাজা হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আছে—

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لايتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيمة .

তরজমা: আবু-হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেনঃ আল্লাহর সন্তোষ কামনার জন্য যে সকল ইল্‌ম নির্ধারিত সেই ইলমগুলির কোন একটি ইলমও যে ব্যক্তি দুনয়ার কোন মৎলব সাধনের উদ্দেশ্যে

২। সুনান ইবন-মাজা সঙ্কলনেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে—উভয়ের মধ্যে কয়েকটি শব্দের পার্থক্য রহিয়াছে।

৩। সুনান ইব্‌ন-মাজা হাদীসগ্রন্থে ইব্‌ন-'উমর যবানী অনুরূপ একটি হাদীস সঙ্কলিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

শিক্ষা করে [সেই ব্যক্তির পক্ষে জান্নাত প্রবেশ দূরের কথা,] সে কিয়ামত দিবসে জান্নাতের সুবাসও পাইবে না।

সহীহ মুসলিম হাদীসগ্রন্থে আছে—

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يقضى يوم القيمة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جرئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى فى النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرالقرآن فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرأن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى فى النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ماتركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب به على وجهه ثم القى فى النار *

হাদীসটির তরজমা :

আবু-হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন : কিয়ামত দিবসে মানব জাতির মধ্য হইতে সর্ব প্রথম যাহাদের বিচার করা হইবে তাহারা হইবে (১) ঐ [প্রকার] মানুষ যে মানুষ ইসলামী ধর্মযুদ্ধে শহীদ হইয়াছিল। অনন্তর [আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে] তাহাকে উপস্থাপিত করা হইবে। আল্লাহ-তা'আলা তাঁহার [দেওয়া শক্তি-সামর্থ, শৌর্য-বীর্য, ক্ষমতা-সাহস প্রভৃতি] নি'মাতগুলির কথা তাহাকে জানাইলে সে তাহা স্বীকার করিবে। তখন আল্লাহ বলিবেন, "উহা পাইয়া তুমি কোন্ কাজ করিয়াছিলে?" সে বলিবে, "আপনার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে শাহীদ হইয়াছিলাম।" আল্লাহ বলিবেন, "মিথ্যা বলিলে। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলে যে, তোমাকে যেন বীর বলা হয়। আর তোমাকে তো বীর বলাই হইয়াছে। [কাজেই, তুমি যে উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলে সে উদ্দেশ্য তুমি ইতিপূর্বেই লাভ করিয়াছ বলিয়া আমার নিকটে তোমার জন্য কোন প্রতিদান পাওনা নাই।]" ইহার পরে, তাহার সম্বন্ধে যে আদেশ হইবে, তদনুসারে তাহাকে মুখের ভারে হিঁচড়াইয়া টানিতে টানিতে অবশেষে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে।

(২) ঐ [প্রকার] মানুষ যে মানুষ নিজে ইল্‌ম শিক্ষা করিয়া অপরকে ইল্‌ম শিক্ষা দিয়াছিল এবং কুর্‌আন পড়িয়াছিল। [অর্থাৎ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল এবং কুর্‌আনের ব্যাখ্যা তাৎপর্য ইত্যাদি বুঝিয়াছিল।]. অনন্তর তাহাকে আনয়ন করা হইবে। আল্লাহ [তাহাকে যে ইল্‌ম-নি'মাত দান করিয়াছিলেন] তাঁহার ঐ নি'মাত তাহাকে স্মরণ করাইলে সে তাহা স্বীকার করিবে। তখন আল্লাহ বলিবেন, "উহা পাইয়া কোন্ কাজ করিয়াছিলে?" সে বলিবে, "আপনাকে রাযী করিবার উদ্দেশ্যে আমি 'ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলাম, 'ইলম শিক্ষা দিয়াছিলাম এবং কুর্‌আন পাঠ করিয়াছিলাম। (অর্থাৎ কুর্‌আনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।) আল্লাহ বলিবেন, "মিথ্যা বলিলে। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে 'ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলে যে, তোমাকে যেন 'আলিম বলা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে কুর্‌আনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলে যে, তোমার সম্বন্ধে যেন বলা হয়, 'সে একজন কারী'। এবং তোমার সম্বন্ধে তো তাহা বলাই হইয়াছে। [কাজেই এ সম্পর্কে তোমার জন্য কোন প্রতিদান পাওনা নাই।"] ইহার পরে তাহার সম্বন্ধে আদেশ করা হইলে তাহাকে মুখের ভারে হিঁচড়াইয়া টানিতে টানিতে অবশেষে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইবে।

(৩) আর ঐ [প্রকার] মানুষ যে মানুষের

www.ahlehadeethbd.org

অবস্থা আল্লাহ সচ্ছল করিয়াছিলেন এবং যাবতীয় প্রকার সম্পদই কিছু কিছু তাহাকে দিয়াছিলেন। অনন্তর তাহাকে হাযির করা হইবে। আল্লাহ তাঁহার ঐ নে'মাতগুলির কথা তাহাকে জানাইলে সে তাহা স্বীকার করিবে। তখন আল্লাহ বলিবেন, "উহা পাইয়া কোন্ কাজ করিয়াছিলে?" সে বলিবে, "যে সকল পথে ধনসম্পদ ব্যয় করা আপনি পসন্দ করেন। সেই পথগুলির কোন একটি পথেও ব্যয় না করিয়া ছাড়ি নাই। [আপনার অনুমোদিত সকল পথেই আমি ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া আসিয়াছি।]" আল্লাহ বলিবেন, "মিথ্যা বলিলে। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে উহা করিয়াছিলে যে, তোমার সম্বন্ধে যেন বলা হয়, 'সে বড় দাতা' এবং তোমার সম্বন্ধে তো তাহা বলাই হইয়াছে। [কাজেই এ সম্পর্কে আমার কাছে তোমার কোন প্রতিদান পাওনা নাই।] ইহার পরে তাহার সম্বন্ধে আদেশ করা হইলে তাহাকে মুখের ভারে হিঁচ্‌ড়াইয়া টানিতে টানিতে অবশেষে তাহাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে।

ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করিবার মাত্র তিনটি হাদীস পরে انما الاعمال بالنيات (সৎ কার্যের ফলাফল নীয়াতের উপরে নির্ভর করে) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্ মুসলিম হাদীস-গ্রন্থের ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী রহঃ এই হাদীস প্রসংগে বলেন: গাযী, 'আলিম ও দাতা তাহাদের কাজগুলি আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিলে তাহাদের যে শাস্তি ও জাহান্নাম-প্রবেশের উল্লেখ এই হাদীসটিতে রহিয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন সৎকার্য সম্পাদনের পশ্চাতে 'রিয়া' বা 'লোক-দেখান' উদ্দেশ্য রাখা একবারে হারাম এবং উহার কারণে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ,

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

(লোকদেরে ইহাই আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের ইবাদতকে একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ করতঃ তাঁহার 'ইবাদত করে।) বলিয়া আল্লাহ তা'আলা যেমন ইখ্‌লাসের গুরুত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, সেইরূপ নাবী সঃ এই হাদীসটিতে সৎকার্যসমূহে ইখ্‌লাস বা আন্তরিকতা অবলম্বনকে অবশ্য পালনীয় জ্ঞানে গ্রহণ করিবার জন্য লোকদেরে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন হাদীসে জিহাদের যে ফাযীলাত ও মর্যাদা এবং 'আলিমদের ও নেক কাজে দান-খায়রাত দাতাদের যে সকল প্রশংসা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ঐ সকল কার্য সম্পাদনে ইখলাস ও আন্তরিকতা অবলম্বনকারীদের প্রতিই প্রযোজ্য।

অতএব সৎকার্যের সুফল লাভ করিবার জন্য সৎকার্য সম্পাদনে নেক নীয়াত বা ইখ্‌লাস অবলম্বন করা অপরিহার্য।

যে কোন সৎকার্য সম্পাদনের পশ্চাতে যদি (১) আল্লার সন্তুষ্টি-লাভের নীয়াত এবং (২) আখিরাতে মঙ্গল লাভের নীয়াত থাকে তবে ঐ নীয়াতকেই নেক নীয়াত বা ইখ্‌লাস বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

তারপর মুবাহ কার্যের কথা—মুবাহ কার্যের সহিত যদি শারী'আত সম্মত অথবা শারী'আত বিরুদ্ধ কোনও প্রকার নীয়াত মিলিত না হয় তবে ঐ কার্যের জন্য আখিরাতে কোন পুরস্কারও পাওয়া যাইবে না এবং কোন শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে না। যথা, আহার গ্রহণ ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার—উভয়ই কাজই মূলতঃ মুবাহ। কেবলমাত্র ক্ষুধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কোন খাদ্য ভক্ষণে এবং কেবলমাত্র উপভোগের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহারে কোন সওয়াবও হয় না, কোন শাস্তিও হয় না। কিন্তু খাদ্য-গ্রহণের সহিত অথবা সুগন্ধি ব্যবহারের সহিত শারী'আত সম্মত কোন নীয়াত জড়িত হইলে সেগুলি যেমন সওয়াবের কারণ হইয়া উঠে সেইরূপ ঐ কাজগুলির সহিত শারী'আত-বিরুদ্ধ নীয়াত জড়িত হইলে সেগুলি শাস্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আহার গ্রহণের পশ্চাতে যদি এই নীয়াত থাকে যে, ইহার ফলে আল্লাহ-তাআলার 'ইবাদাত, দুস্থের সেবা প্রভৃতি সৎ কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করা সহজসাধ্য হইবে, তবে ঐ নীয়াতের কারণে উক্ত আহার-গ্রহণ সওয়াবের

www.ahlehadeethbd.org

কারণ হইবে। সেইরূপ মাসজিদে অথবা কোন মাজলিসে যাইবার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহারের পশ্চাতে যদি নাবী স:-র সুন্নাত-পালন, মাস্‌জিদ বা মাজ্‌লিসের তা'যীম প্রকাশ, অপর মুসলিম ভাইকে আনন্দ দান ইত্যাদি নেক নীয়াত বর্তমান থাকে তবে ঐ সুগন্ধি ব্যবহার সওয়াবের কারণ হইবে। পক্ষান্তরে, আহার-গ্রহণের পশ্চাতে যদি এই নীয়াত থাকে যে, তাহার ফলে বল ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া অপরের উপরে অত্যাচার করা সহজসাধ্য হইবে তবে ঐ আহার গ্রহণ যেমন শাস্তির কারণ হইবে, সেইরূপ সুগন্ধি ব্যবহারের সহিত যদি বড়লোকী দেখান, পর-নারীর হৃদয় আকর্ষণ প্রভৃতি শারী'আত-গর্হিত নীয়াত জড়িত হয় তবে ঐ সুগন্ধি ব্যবহার শাস্তির কারণ হইবে।

সাধারণ মুসলিমের অন্তরে মুবাহ কার্য সম্পাদনের সহিত শারী'আত-সম্মত নীয়াত বা মানসিক অবস্থার উদয় হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে ইমাম গাযালী ইহ্‌য়াউল-'উলুম গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে নীয়াত অধ্যায়ে বলেন,—

"ইসলামী বিদ্যাসমূহে ব্যুৎপন্ন মুসলিমের অন্তরে যদি আখিরাতের সওদা ও আখিরাতের মঙ্গল-কামনা প্রবলভাবে বিরাজ করে তবেই তাহার অন্তরে মুবাহ কার্যসমূহ সম্পর্কে শারী'আত-সম্মত নীয়াত—তথা মানসিক অবস্থার উদয় হইতে পারে। কিন্তু তাহার অন্তরে যদি দুন্‌য়া-উপভোগ প্রবল থাকে তবে তাহার অন্তরে ঐ প্রকার নীয়াতের উদয়ই হইবে না—আর তাহাকে যদি ঐ প্রকার নীয়াতের কথা জানানও হয় তবুও তাহার অন্তর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে না।

শেষ প্রশ্ন—নেক নীয়াত, তথা শারী'আত সম্মত নীয়াত, তথা ইখলাস--ফিন্‌-নীয়াত, তথা মানসিক আন্তরিকতা অন্তরের মধ্যে উদয় করিবার উপায় কি?

শাহ অলীয়ুল্লাহ রহঃ অন্তরে ইখ্‌লাস উদয় করিবার চারিটি পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন। উপায়গুলি এই:

প্রথম পন্থা—التفكر فى صفات الله বা مراقبة আল্লাহ-তা'আলার গুণাবলীর প্রণিধান। ইহার অনুশীলন বিভিন্ন রূপে হইতে পারে। যথা, আবু হুরাইরা রাঃ-র যবানী বর্ণিত

ماالاحسان ؟ قال ان تعبد الله كانك تراه

فان لم تكن تراه فانه يراك

হাদীসটিতে যে দুই প্রকার অনুশীলনীর নির্দেশ রহিয়াছে তাহার কোন একটি মশ্‌ক করিতে থাকা। অনুশীলনী দুইটি এই—(ক) বান্দা তাহার সামনে আল্লাহ-তা'আলাকে প্রত্যক্ষ করিলে বান্দার অন্তরে যে ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক, 'ইবাদাতকালে বান্দা নিজ অন্তরে অনুরূপ ভাব উদয় করিবার জন্য মশ্‌ক করিতে থাকিবে। অথবা (খ) আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এই ভাব বান্দার মনে জাগরূক থাকিলে বান্দার অন্তরে যেরূপ ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক, 'ইবাদাতকালে বান্দা নিজ অন্তর মধ্যে অনুরূপ ভাব উদয়ের জন্য মশ্‌ক চালাইতে থাকিবে। তাহা ছাড়া

(গ) আল্লাহ-তা'আলার কালাম,

وهو معكم اينما كنتم (তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন) অথবা আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ কোন কালামকে অন্তরে সর্বদা জাগরূক রাখিবার মশ্‌ক করিয়া ইখ্‌লাস হাসিল করা যাইতে পারে।

অনুরূপ কয়েকটি আয়াত এই—

ونحن اقرب اليه من حبل الوريد

আমি মানুষের প্রাণ-শিরা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর নিকটবর্তী।

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة

এক কণিকা পরিমাণ বস্তুও আপনার রব্বের অগোচর নয়।

ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا

তোমরা যে কোন কাজই কর না কেন আমি তোমাদের প্রত্যক্ষকারী থাকি।

দ্বিতীয় পন্থা—التفكر فى افعال الله আল্লার কার্যাবলীর প্রণিধান। এই পন্থার মূলে রহিয়াছে

الذين يتفكرون فى خلق السموت والارض

আল্লাহ-তা'আলার এই কালাম। বস্তুতঃ, বৃষ্টি-বর্ষণ, উদ্ভিদ-সৃজন ইত্যাদি বিষয়গুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবনের মশক দ্বারা অন্তরে ইখ্‌লাসের উদয় সম্ভবও স্বাভাবিক।

www.ahlehadeethbd.org

তৃতীয় পন্থা—التفكر فى ايام الله আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অতীতে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা। ইহার মূলে রহিয়াছে আল্লাহ তা'আলার কালাম وذكرهم بايام الله আল্লাহ-তা'আলা মুসা আঃ-কে এই নির্দেশটি দিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মুসা আঃ-কে বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অতীতকালে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া আপনি লোকদেরে বুঝাইতে ও নাসীহাত করিতে থাকুন।"

বস্তুতঃ, অতীতের জাতি সমূহের উত্থান-পতন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকিলে দুন্‌য়ার ধন-সম্পদ, ইয্‌যত-সম্মান প্রভৃতির প্রতি অন্তরে বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তাহার ফলে একমাত্র আল্লাহ-তা'আলার সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যাইবার প্রবল আগ্রহ জন্মে।

চতুর্থ পন্থা—التفكر فى الموت وما بعده মরণ সম্বন্ধে এবং মরণের পরবর্তী অবস্থা সমূহ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, اذكروا هاذم اللذات "যাবতীয় উপভোগ ভঙ্গকারীকে স্মরণ করিতে থাক।"

মৃত্যুকে স্মরণ করিতে থাকিলে পার্থিব সহায় সম্পদ উপভোগের নশ্বরতা অন্তরে প্রকট হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে মানুষ একমাত্র আল্লাহ-তা আলার সন্তুষ্টি বিধান ও পরকালের মঙ্গলকে লক্ষ্যরূপে সামনে রাখিয়া কাজ করিতে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে।

শেষে শাহ অলী-য়ুল্লাহ রহঃ বলেন: আল্লাহ-তা'আলার কালাম কুরআন মাজীদে এবং নাবীর হাদীসে এই চতুর্বিধ পন্থার একত্র সমাবেশ রহিয়াছে। কাজেই যে কেহ কুরআন ও হাদীস গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতঃ উহার শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য সচেষ্ট ও যত্নবান থাকিবে সেই অন্তরে ইখলাসের সন্ধান পাইবে।

সর্বশেষে শাহ অলী-য়ুল্লাহ রহঃ-র কয়েকটি কথা উধৃত করিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।

اعلم ان النية روح والعبادة جسد والحياة للجسد بدون الروح والروح لها حياة بعد مفارقة البدن ولكن لايظهر اثار الحياة بدونه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات....واعنى بالنية المعنى الباعث على العمل من التصديق بما اخبر الله على السنة الرسل من ثواب المطيع وعقاب العاصى.....ولذلك وجب ان ينهى الشارع عن الرياء والسمعة ويبين مساويهما اصرح مايكون ০

জানিয়া রাখ—

(১) "ইবাদাত দেহবিশেষ এবং নীয়াত তাহার রূহ, তাহার আত্মা।

(২) রূহ ব্যতিরেকে দেহে জীবন থাকে না—দেহ হয় মৃত।

(৩) দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরেও রূহের মধ্যে জীবন বর্তমান থাকে, কিন্তু দেহ ব্যতিরেকে রূহের জীবনী-শক্তির চিহ্নগুলি প্রকাশ পায় না। এই সকল কারণে রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেনঃ সৎ কার্যসমূহের ফলাফল নীয়াতেরই উপর নির্ভর করে।

তারপর, নীয়াত বলিতে আমি এই বুঝি—আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনকারীর পরকালে পুরস্কারলাভ, আদেশ অমান্যকারীর পরকালে শাস্তিভোগ ইত্যাদি যে সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পয়গম্বরদের যবানী তাঁহার বান্দাদেরে জানাইয়াছেন ঐ বিষয়গুলি বান্দাগণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করার ফলে তাহাদের যে মানসিক অবস্থা তাহাদিগকে সৎকার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে সেই মানসিক অবস্থার নাম নীয়াত। এই কারণে রসূলুল্লাহ সঃ-র উপরে ইহা ওয়াজিব ছিল যে, তিনি লোকদেরে রিয়াকারী অবলম্বন করিতে ও সুনাম অর্জনের আকাঙ্খা রাখিতে নিষেধ করিবেন এবং রিয়াকারী অবলম্বনের ও সুনাম-আকাঙ্খার কুফলসমূহ লোকদের সামনে যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিবেন।"

বড়ই পরিতাপের বিষয় অধিকাংশ মুসলিমই আজ ইসলামের প্রাণবন্ত দেহ ত্যাগ করিয়া ইসলামের কেবলমাত্র খোলস লইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে।

আল্লাহ-তা'আলা তামাম মুসলিমের অন্তরে ইখ্‌লাস উদিত হইবার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

৪ সহীহ আল্ বুখারী কিতাবুল ঈমান পৃঃ ১২ ও সহীহ মুসলিম প্রথমখণ্ড, ২৯ পৃঃ (সামান্য পার্থক্য)

www.ahlehadeethbd.org

কাশ্মীর ঃ বিশ্ব-বিবেকের উপর একটি কালিমা

মূল ঃ মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

ভারতে মুসলমানদের রক্ত-গোসল

ভারতে ৫ কোটি মুসলমানের উপর দিয়ে যে ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে তা কে না জানে? আধুনিক কালের ইতিহাসে ভারতীয় মুসলমানগণকে এককভাবে গণহত্যার মারাত্মক অভিযানের মুকাবেলা করতে হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সর্প কাবু হওয়ার পরিবর্তে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে উত্তরোত্তর তারবিষদাঁত আরও মজবুত এবং বর্ধিত করে চলেছে। ভারতের বিভিন্ন শহর পল্লীতে—ভোপাল, জব্বলপুর, আলিগড় সীমামারী, মুর্শীদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানে মুসলমান-দিগকে রক্তের গোসল দেওয়া হয়েছে। মালদহ এবং মুর্শীদাবাদেই অন্ততঃ এক হাজার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া ভারতীয় পুলিশ-গুণ্ডাদের কাম-বৃত্তির চরিতার্থতায় অসংখ্য মুসলিম মহিলার সতিত্ব নিকরুণ ভাবে হরণ আর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে হাজার হাজার মুসলিম অধিবাসীকে তাদের সমস্ত সয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে বিতাড়িত করা হয়েছে।

আজও আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মুসলমানদের জবরদস্তী বিতাড়ন বন্ধ হয় নি। যারা দুঃস্থ ও নিসম্বল অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সংখ্যা ত্রিশ সহস্রেরও অধিক। ভারতের স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী কিছু দিন পূর্বে এই হুমকী প্রদান করেছেন যে, আরও আড়াই লক্ষ মুসল-মানকে অদূর ভবিষ্যতে আসাম ত্রিপুরা থেকে খেদান হবে।

ভারতের বর্ব্বর নীতি

ভারতের পক্ষে তাদের এই বর্বর নীতির যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে, "এই সব মুসলমান ভারতীয় নাগরিক নয় এরা পাকিস্তান থেকে আগত অনধিকার প্রবেশকারী"। এটা বাইরে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মিথ্যা প্রচারণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। যেখানে তাদের জাত-ভাইরা হিন্দুদের হাতে অকথ্য অত্যাচার দিনের পর দিন সয়ে চলেছে সেখানে কি ক'রে পাকিস্তানের মুসল-মানরা গিয়ে বসবাস শুরু করতে পারে? প্রকৃত প্রস্তাবে এরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই বসবাস করে আসছে এবং সেখানে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিও করে নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তাদিগকে বলা হচ্ছে যে তারা পাকিস্তান থেকে বে-আইনী ভাবে আগমনকারী। আর এই বলেই তাদের সমস্ত সয় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে দুঃস্থ পথিকের বেশে ভারতীয় সীমানা থেকে পাক-ভূমিতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

ভারতীয় পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী জোর জুলুম করে সেইসব লোকদের বের করে আনছে যারা তাদের নিজস্ব পুরাতন ভিটি মাটির মায়া ছাড়তে অস্বীকার করছে।...

বাইরের লোক চক্ষে ধূলা নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ভারত বিতাড়িত মুসলমানদের ভারতীয় জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সমস্ত প্রমাণপঞ্জী নষ্ট করে ফেলেছে! উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিতাড়িত মুসলমানদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তির দলিলপত্র হয় নষ্ট করে ফেলা হয়েছে নয় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখন স্পষ্টতঃ এটা পাকিস্তানের শুধু অধিকারের অন্তর্ভুক্তই নয়—তার সুমহান কর্তব্যও হচ্ছে তার চূড়ান্ত সাধ্যানুসারে এই বর্বর আচরণের কার্যকরী প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ-এর বিচার প্রার্থনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম অতাতে বহু মূল্যবান সময়ের অপচয় করা হয়েছে। ভারত যদি এই ভাবে তার নির্যাতন নীতি এবং ভারতীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলমানদের নিয়মিত বিতাড়ণ পর্ব চালাতে থাকে তা হলে পাকিস্তানে এত অধিক সংখ্যায় ভারতীয় মুসলমানের আগমন ঘটবে যার প্রতিক্রিয়া উভয় দেশের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোস

ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার ভানে এতদিন যারা বিভ্রান্ত হয়েছিল তাহাদেরও মোহ এখন ভাঙতে শুরু করেছে। ভারতীয় মুসলমানগণ এই ধর্ম-নিরপেক্ষতার অর্থ নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। নৈতিক মূল্য-বোধের কথা বলতে গিয়ে ভারতের নেতৃবৃন্দের রসনায় কথার খৈ ফুটতে থাকে কিন্তু তাদের অন্তর-বিদ্বেষ অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। যে কথা বিদেশীদের উদ্দেশ্যে তারা উচ্চারণ করেন নিজেদের বেলায় নিজেদের দেশে তারা সে কথা কেন কার্যকরী করেন না? এশিয়ার নৈতিক নেতৃত্বের দাবী দূরের কথা, ভারত নিজ দেশের মুসলমানদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে আসছে তাতে নিজেকে সভ্য দেশ বলবার অধিকারও সে হারিয়ে ফেলেছে।

বর্ণ ও বংশগত ভেদাভেদ যদি মানবতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ বলে পরিগণিত হয়, তা হলে ধর্মের ভিত্তিতে এক সম্প্রদায় কর্তৃক অপর সম্প্রদায়ের উপর জোর-জুলুম তার চাইতে বড় অপরাধরূপে কেন গণ্য হবে না? জাতিসঙ্ঘ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষ নিয়ে আলোচনা করতে পারে, তাহলে ভারতে মুসলমানদের শোচনীয় দুরবস্থার প্রশ্নও আলোচনার জন্য অবশ্যই গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্বোক্ত বিষয় অপেক্ষা শেষোক্ত বিষয়েই অনেক ভাবনার বস্তু রয়েছে। প্রথমটিতে শুধু ন্যায় বিচারের প্রশ্ন নিহিত কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তার উপরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন।

ভারতের সাম্প্রদায়িক পাগলামী একটি আগ্নেয় গিরির সমতুল্য। যে কোন সময় এর অগ্নোৎপাত ঘটে সহস্র সহস্র মুসলিমের জীবন নাশ ঘটাতে পারে। সাম্প্রদায়িক গোড়ামির আগুনে মুসলমানগণ ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দুদের মুসলিম রক্তের পিপাসা কোন দিনই মিটবে না।

গণহত্যা

বিগত ১৫ বছরে ভারতে ৫১০টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছে এবং উহা মুসলমানদের জান ও মাল অকাতরে গ্রহণ করেছে। বহু মসজিদ ভস্মীভূত এবং বহু মুসলিম নারীর ইজ্জত হরণ করা হয়েছে। আজ বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে এই নির্মম কসাইবৃত্তির উলঙ্গ ও উৎকট প্রকাশ জগত দেখে চলেছে কিন্তু বিশ্ব-বিবেকে এজন্য যাতনার এতটুকু চিহ্ন নেই! আর কতদিন এভাবে চলবে? আজও কি পৃথিবীর সভ্য দেশগুলো –বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের উপর এই ব্যাপক নরহত্যা বন্ধের জন্য ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ ও প্রভাব বিস্তারের সময় আসে নাই?……

জাহান্নামে ইসলাম

অন্যান্য দেশ মানবতার মুখরোচক বুলি অনেক সময়েই আওড়িয়ে থাকেন। ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্য সম্পর্কে তাদের অনুসৃত কর্মপন্থা থেকেই তাদের যবানের আন্তরিকতার মূল্য যাচাই করা যাবে। বিশেষ করে এর ভিতরেই মিলবে মুসলিম দেশ সমূহের চূড়ান্ত পরীক্ষার মওকা! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই মজলুম ভারতীয় মুসলমানগণ তাদের বিপদ ও নির্যাতনের সময় মুসলিম দেশ সমূহের সহানুভূতি লাভ করতে পারেনা! যে সব মুসলিম দেশ ভারতীয় সরকারকে খুশী রাখার জন্য তাদের দেশীয় পত্রিকা সমূহে ভারতীয় মুসলমানদের হত্যা এবং দুর্দশার কাহিনী ছাপতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেন তাদের মনোবৃত্তি সব চাইতে বেশী দুঃখজনক এবং তাদের হীন মানসিকতার পরিচায়ক! অথচ পাক-ভারতের মুসলমানগণ চিরদিন তাঁদের বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের বিপদাপদে সহানুভূতি ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করে এসেছে। আজকে তাদের ভাইরা তাদিগকে হতাশ করবেন?

আজ ভারতীয় মুসলমানগণ সীমাহীন ভয় এবং বেশুমার বিপদাপদের শিকারে পরিণত। সামান্য ছুতানাতায় তাদের সম্পত্তি, তাদের ইয্যত, তাদের প্রাণ বিপন্ন হয়ে উঠে। তাদের ভাষা, তাদের কৃষ্টি,

www.ahlehadeethbd.org

তাদের প্রিয় ধর্ম প্রায়সঃ আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত। রাজনৈতিক দিক থেকে তারা কোণঠাসা, অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাদের অবস্থা অ-নিরাপদ। শরীরী এবং তামাদ্দুনিক উভয় দিক দিয়েই তারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে! ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন জাতিসঙ্ঘে উপস্থাপিত করার সময় সমুপস্থিত, এটা একটি মানবীয় সমস্যা। মানব অধিকারের সনদ ভঙ্গের অপরাধে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা অপেক্ষা অনেক বেশী অপরাধী।

ভারতের একগুয়েমী

ভারত বিভাগের সময় দেশীয় রাজ্যগুলোকে তাঁদের নিজ-ইচ্ছা প্রয়োগ করে ভারত কিম্বা পাকিস্তানে যোগদানের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারত তাদের সেই স্বাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি এবং জোর জবরদস্তী ঘটাতে চেষ্টার ত্রুটী রে নাই।

কোন সময় ভারতের সহিত যোগদান-বিরোধীগণ হয়েছে আক্রান্ত, আর কখনও বা তদানীন্তন ভারতীয় গবর্ণর জেনারেলকে বাধ্য করা হয়েছে হায়দরাবাদের ন্যায় সুবৃহৎ রাজ্যের যে কোন রাষ্ট্রে যোগদানের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে বাধা প্রদান করতে। আর হায়দরাবাদ যখন সত্য সত্যই তার অধিকার ইচ্ছা-মাফিক প্রয়োগ করতে চেষ্টিত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ ইসলামী কৃষ্টির এই বৃহত্তম কেন্দ্রটিকে পদতলে নিষ্পেষিত করার জন্য ভারত তার সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার করেছে। জুনাগড় এবং মানভাদারের শাসন-কর্তাগণ পাকিস্তানে যোগদানের চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষরের পর ঐ রাজ্য দুইটিকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে।

ভারত দাবী করে থাকে—তারা ন্যায় ও নিরপেক্ষতার নিশান-বর্দার। উক্ত রাজ্যসমূহে ভারতের জবরদখল জোরজুলুম এবং হায়দরাবাদে ভারতীয় সৈন্যদের বলাৎকার—তাদের নিরপেক্ষতা এবং ন্যায় নীতির মুখোস সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করে দিয়েছে। অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নৃশংস আক্রমণের মাধ্যমে কাশ্মীরের শঠতামূলক গ্রাস আইন ও ন্যায় নীতির যে কোন সংজ্ঞায় সুস্পষ্টভাবে অবৈধ এবং নীতি বিগর্হিত।

কাশ্মীর ও পাকিস্তান

পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই পাকিস্তানের জন্ম। সেই অধিকার কেবল আংশিক সফল হয়েছে। ভৌগলিকভাবে অবিচ্ছিন্ন এবং বিপুল মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীর—যে পর্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে পাকিস্তানের সমগ্র আদর্শ ও মতবাদ ততদিন পর্যন্ত অনিশ্চিত থেকে যাবে—আর অনিশ্চিত জাতির কোনই ভবিষ্যৎ নেই। কাশ্মীর প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার দাবী আমাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখার সংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত। এই ব্যাপারে কোন আপোষের গুঞ্জায়েশ নেই। কাশ্মীরের মুক্তির জন্য সংগ্রাম পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছার সংগ্রাম। অসহায় কাশ্মীরীদের প্রশ্নাতীত এবং জন্মগত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের পক্ষে কোন চেষ্টাই বাকীরাখা উচিত নয়।

সংগ্রাম ভিন্ন অন্য পথ আছে কি?

এটা খুবই অদ্ভুত যে, পাকিস্তান একদিকে কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করে দেওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করেছে, অপর দিকে সব দিক থেকে হতাশ ও ভাগ্য-বিড়ম্বিত কাশ্মীরিরা যখন তাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে চায়—পাকিস্তান সরকার তখন জোর দিয়ে বলেন 'না'। কিন্তু আমাদের বুঝা উচিত যে, জাতিসঙ্ঘ, বড় বড় রাষ্ট্র এবং ভারতের তরফ হ'তে না-উম্মেদ হওয়ার পর—নির্মম নিপীড়ন ও নৃশংস আচরণের হাত থেকে কাশ্মীরিদের বাঁচাবার—এ ছাড়া আর উপায় কি?

জনসাধারণের সমর্থন ও বাহবা লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সরকারী কর্তৃপক্ষের জিহ্বায় এই মুখরোচক বুলী প্রায় ধ্বনিত হয়ে থাকে যে, কাশ্মীর সমস্যা আমাদের জীবন মরণের সমস্যা। কিন্তু প্রকৃতই যদি এ ঘোষণা আন্তরিক হতো তা হলে এতদিনে আমরা এজন্য

(অবশিষ্টাংশ ৫৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

অ-রাজনৈতিক যুগ (?)

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

আমাদের দেশে বর্তমানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্ঞানের যে সব বিভিন্ন শাখায় তালিম দেওয়া হয় তন্মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাসের তালিম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের শিক্ষা কলেজ স্তরে অতি সামান্য হলেও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উহার ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই ইতিহাসের নামে আমাদের দেশে বর্তমানে যা পড়ানো হয় তাতে রয়েছে এক মৌলিক গলদ। কেননা রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা সব সময়ই বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া উচিত। কেবলমাত্র কোন একটি বা দুটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এই ইতিহাসের নামে শুধু পশ্চিমের চিন্তাধারাই শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য দেশ ছাড়া অন্য কোন জাতির বা অন্য কোন দেশের রাজনীতি প্রবাহের উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয় না; যার ফলে মনে হয় যেন রাজনৈতিক চিন্তা ও তার অনুশীলনে একমাত্র পাশ্চাত্য দেশের লোকদেরই অবদান রয়েছে—প্রাচ্যের অধিবাসীদের এতে কোন অংশই নেই। প্রাচ্যের কোন দার্শনিকই বুঝি কোন দিন এ সম্বন্ধে কোন কিছুই চিন্তা করেন নি। এই একদেশদর্শিতার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতুবাদ আছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের মতে, কোন যুক্তিতেই শুধু পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পটভূমিকায় লেখা রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত সীমিত আলোচনার ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরে প্রথমতঃ পড়ানো হয় গ্রীক রাজনীতির কথা—বিশেষ করে সক্রেটীস, এরিষ্টটল ও প্লেটোর চিন্তাধারা। তাদের পূর্বাপর অনেক দর্শন ও গ্রীক সমাজের সাধারণ অবস্থাও তার সাথে গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হয়। এ যুগের পর আসে রোমান রাজনৈতিক ইতিহাস—বিশেষ করে সিসেরুর রাজনৈতিক মতবাদ। প্রসঙ্গতঃ রোমান আইনের উপরও আলোকপাত করা হয়। অতঃপর আরম্ভ হয় খৃষ্টীয় যুগ। এ পর্যায়ে এসে সাক্ষাৎ মেলে প্রধানতঃ অগষ্টাইন, এমবোর্জ, গ্রেগরী প্রমুখ খৃষ্টান যাজকদের সঙ্গে—এদের দর্শনের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। এ যুগ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক অবধি এসে সমাপ্ত হয়ে যায়। পঞ্চম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় চিন্তা জগতে কোন প্রতিভাবান রাজনৈতিক চিন্তাবিদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় না। নতুন কোন রাজনৈতিক তত্ত্বেরও সন্ধান মেলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ স্তরে, দ্বাদশ শতাব্দীর সাধু টমাস একুনাহ ও পদুয়ার মার্সিলিও থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পশ্চিমের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পড়ানো হয়। এ যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়বাদ আন্দোলন বা কন্‌সিলিয়ার মুভমেণ্ট বিশেষ প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে গতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং এ যুগে আমরা একের পর এক দেখতে পাই মেকিয়াভেলী, মণ্টেস্‌ক্‌, হব্‌স্‌, লক্‌, রুশো প্রমুখ অনেক রাজনীতিবীদকে।

উপরের আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর কিয়দংশ ছাড়া পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা বিদ্যমান। এই সুদীর্ঘ সময়ে সাধারণভাবে রাজনৈতিক চিন্তা খুব সামান্যই ছিল; আর যেটুকু ছিল তাও অত্যন্ত দুর্বল স্তরের। এ জন্যই দেখতে পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীর একুনাহ, পদুয়ার মার্সিলিও-এর দর্শন এবং সমন্বয়বাদী আন্দোলন সবই "গীর্জা ও রাষ্ট্রে সম্পর্ক" বা এ ধরণের

www.ahlehadeethbd.org

অতি সাধারণ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে প্রবলভাবে আলোচিত হয়েছে। যদিও এ সমস্যা রাজনীতির মূল অধ্যায়ে পড়ে না, তথাপি ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এ সামান্য ব্যাপারকেই খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে "আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ" বানিয়ে রেখেছেন। এ সব কারণে মুধ্যযুগকে বিশেষ করে আদি মুধ্যযুগকে ইউরোপীয় রাজনীতিবিশারদগণ Unploitical age বা অ-রাজনৈতিক যুগ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আদি মধ্যযুগকে অ-রাজনৈতিক যুগ বলে আখ্যা দেওয়া যে কত বড় ঐতিহাসিক প্রমাদ এক্ষণে আমরা সে কথাই আলোচনা করব। আমাদের মতে, কোন বিশেষ যুগকে অ-রাজনৈতিক যুগ বলে আখ্যা দেওয়ার পূর্বে সে যুগের গোটা বিশ্বেরই তিহাসকে সামনে রাখা উচিত। ইউরোপের রাজনীতি বিশারদগণ যে যুগকে অ-রাজনৈতিক যুগ বলে ঘোষণা করেছেন তা ইউরোপের পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে, সারা বিশ্বের জন্য নয়। কারণ এ যুগেই এমন এক মহান রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল যিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বমানবের চিন্তা জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে উষর আরব মরুর বুকে এক বিপ্লব এসেছিল, যা অনেক দিন থেকে ছিল অনন্য, অভূতপূর্ব। এ বিপ্লবের পুরোধায় ছিলেন আল্লাহর রছুল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াছাল্লাম। এ বিপ্লব অন্য যে কোন বিপ্লবের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চিন্তা ও মতবাদের ক্ষেত্রে ইসলাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করল, বিশেষ করে রাজনৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারায়। পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে তছ্‌নছ্‌ করে দেওয়া হল, তার স্থলে এসে জুটলো এক নব রাজনৈতিক আলোড়ন। নতুন নতুন পলিটিক্যাল ইনিষ্টিটিউশন গড়ে উঠল। এ বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট হল থিওরী ও প্রাক্‌টিস্‌ বা আদর্শ ও বাস্তবায়নের সমান্তরাল অগ্রগতি। থিওরীর সাথে সাথে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন কায়দা-কানুন, শাসন-সংবিধান এবং বাস্তবে হয়েছে তার রূপায়ণ। আল্‌-কুরআন ও হাদীস নামক যে দু'খানা গ্রন্থ দিয়ে গেলেন এর অধিনায়ক পরবর্তীকালে তারই বিভিন্নমুখী বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ ঘটল তাঁরই ভক্ত ও অনুরক্ত বিভিন্ন দার্শনিকের হাতে। আল-মাওয়ার্দী, ইমাম গজ্জালী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়ুম, বু আলী বিন সিনা, ইবনে বাজ্জা, ইবনে রুশদ, ইবনে খাল্লাদুন, আল-ফারাবী, ইমাম শওকানী, শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী প্রমুখের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকের চিন্তাধারার পৃথক পৃথক আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। তবে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

দশম শতাব্দীর বিখ্যাত আইনবিদ আল-মাওয়ার্দী রাজনীতির উপরে অনেকগুলি বই লিখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল "আল-আহকামুস্‌ সুলতানিয়া" বা রাষ্ট্র পরিচালন-বিধি। এ গ্রন্থে তিনি খেলাফত ও ওজারত সম্পর্কে যে কোন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা যে কোন আধুনিক চিন্তাবিদকে চমৎকৃত করবে। তিনি রাষ্ট্র-প্রধান ও মন্ত্রীসভার দু' ধরণের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। এ দুটী ব্যবস্থা বর্তমান যুগের "প্রেসিডেন্‌সিয়াল সিস্‌টেম" ও "কেবিনেট সিস্‌টেম" এর অনুরূপ। সুতরাং এ দু' রকম শাসন ব্যবস্থার আদি গুরু হিসেবে আমরা আল-মাওয়ার্দীর নমে উল্লেখ করতে পারি।

একাদশ শতাব্দীর ইমাম গাজ্জালীর রাজনৈতিক পুস্তকাবলীর মধে "কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল ই'তিকাদ" "কিতাবুল মসতাজহাব" ও 'তিবরুল মাসবুক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম সাহেব গ্রীক চিন্তাধারার উপর অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, পাশ্চাত্য দার্শনিক টমাস একুনাহ গাজ্জালীর মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। গ্রীক চিন্তাধারা নিয়ে আরও যারা গবেষণা করেরেছেন তাঁদের মধ্যে আল-ফারাবীর ও ইবনে রুশদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আল-ফারাবী গ্রীক চিন্তাধারার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অনেক দিন পর্যন্ত তা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.ahlehadeethbd.org

টেক্সট বুক হিসেবে পাঠ্য হয়ে ছিল। ইবনে রুশদ এরিষ্টটলের সব চেয়ে বড় ব্যাখ্যাতা বলে পরিচিত এবং তাঁর দর্শন ইউরোপে "এভারোইষ্ট এরিষ্টটলিয়ানিজম" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। পদুয়ার মার্সিলিওর প্রায় সবগুলি যুক্তিই ইবনে রুশদের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, মার্সিলিওর চিন্তাধারাকে বর্তমানে আমাদের দেশেও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পড়ানো হয়, কিন্তু সেখানে ইবনে রুশদের নাম মাত্রও উল্লেখ করা হয় না।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বা গীর্জা ও শাসন ক্ষমতার সম্পর্ক চিরদিন ইউরোপের চিন্তাবিদদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছে এবং তার ফলে শত শত বছর ধরে যুক্তি ও অস্ত্রের যুদ্ধ চলেছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে রাজনৈতিক চিন্তাধারার এ ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট ছিল না। মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ সম্পর্কে বহু সুস্থ মত ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতক্ষপে মুসলিম চিন্তাবিদগণ গীর্জা ও রাষ্ট্র তথা ধর্ম ও রাজনীতিকে কখনো আলাদা করে দেখেননি। ইসলামের দৃষ্টিতে একটার উপরে অন্যটার প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নই উঠেই না। কারণ উহার মতে দুটো মিলে এক—দুয়ে এক, একে দুই। ইবনে খাল্লাদুন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ কিতাবুল ইবারের ভূমিকায় ধর্ম ও রাজনীতিকে এক বলে উল্লেখ করেছেন। এ চিন্তাধারা আজ পর্যন্ত মুসলিম রাজনীতিবিদদের মধ্যে অক্ষুন্নভাবে বিদ্যমান। ধর্ম-নিরপেক্ষবাদের বিরুদ্ধে আল্লামা ইকবালের তীব্র প্রতিবাদও এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণীয়। এক স্থানে তিনি বলেছেন।

"এক নায়কত্বের বিক্রমই হোক কিংবা গণতন্ত্রের তামাসাই হোক, রাষ্ট্র ও ধর্ম আলাদা হলে থাকে শুধু বর্বর শক্তি।"

মুসলিম চিন্তাবিদদের এ সুস্থ চিন্তাও আমাদের দেশের পাঠ্য রাজনৈতিক ইতিহাসের তালিকায় স্থান পায়নি। পক্ষান্তরে, স্থান পেয়েছে সাধু অগস্টাইন এমবোর্জ ও গেগরী প্রমুখ পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদদের বস্তা পচা মতবাদগুলি।

অন্য দিকে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সত্যিকার প্রথম বিকাশ ঘটে মুসলিম চিন্তাবিদদের হাতে। আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম চিন্তাবিদদের অবদান অতুলনীয়। অধুনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে 'জুরিসপ্রুডেন্স অব ল' পড়ানো হয় তার প্রথম নিয়মিত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মুসলিম মনিষীদের হাতে। ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর কথা এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধ্যযুগের জার্মান বর্বরদের আইন আমাদের দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের গলধঃকরন করানো হচ্ছে বটে কিন্তু মুসলিম আইনকারদের সঙ্গে পরিচয়ের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি।

আমদের উপরের আলোচনা হতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মধ্যযুগ "আন-পলিটিক্যাল এজ" বা অ-রাজনৈতিক যুগ ছিল না। ইউরোপের জন্য তা অ-রাজনৈতিক যুগ হলেও আরব ও মুসলিম বিশ্বে তখন রাজনৈতিক চেতনা মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল প্রখর। আমাদের উচিত রাজনৈতিক চিন্তাধারার এ শূন্যতাকে দূর করে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসকে নতুন করে সাজানো। রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তানায়কদেরকে তাদের যথ যোগ্য স্থানে বসিয়ে দিলেই এ শূন্যতা দূর হবে—রাজনীতির ইতিহাস পাবে পূর্ণাঙ্গতা—সংশোধিত হবে একটি বিরাট ঐতিহাসিক ভুল।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম মনিষীদের চিন্তাধারাকে প্রচলিত ও আমাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসের অংশ করে দিলে এক দিকে যেমন বর্তমান ইতিহাসের ইউরোপীয় একদেঁয়েমী দূর হবে, অন্য দিকে পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলি শাসন-সংবিধানে পাশ্চাত্য মতামত গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট পথ খুঁজে পাবে। বস্তুতঃ যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে উল্লিখিত মুসলিম রাজনীতিবিদদের ধ্যান ধারণা ও চিন্তা-গবেষণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হবার গুরুত্ব, আদর্শের সংঘাতময় বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ত একান্তভাবেই প্রয়োনীয়।

www.ahlehadeethbd.org

মাহে রমযান

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

ধরনীর বাসিন্দা মানুষ। মাটির উপকরণে তার দেহ গঠিত, মাটির রসে সঞ্জীবিত শস্য ও বৃক্ষজাত ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, মাটির পানি পান করিয়া এবং পানির মাছ আহার করিয়া তাহার দেহ পরিপুষ্ট। মাটির এই জড় দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছে আর একটি বস্তু—চর্ম চক্ষে তাহা দেখা যায় না, স্থূল কর্ণে উহার কথা শুনা যায় না, চর্ম হস্তে স্পর্শও করা চলেনা। তবু সে আছে, সুনিশ্চিত তার অস্তিত্ব, অনস্বীকার্য তার সত্তা।

মানুষ বাহিরের গঠন, আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতিতে যেমন বহু বিচিত্র, ভিতরের মানুষটির রুচী ও প্রকৃতিও তেমনি বিভিন্ন। এক শ্রেণীর মন অসংযত, তার ক্ষুধার শেষ নাই, কামনা-বাসনা আকাঙ্খার অবধি নাই। দুর্নিবার তার লোভ, ক্রমবর্ধমান তার ভোগস্পৃহা, সে শুধু চায়, যত পায় আরও তত চায়। এই অন্তহীন ক্ষুৎ-পিপাসা, এই অসংযত কামনা বাসনা তাকে যেখানে ইচ্ছা চালিত করে, যে পঙ্কিলে ইচ্ছা নিক্ষেপ করে। এজন্য তার মনে দুঃখ নাই, বেদনা নাই, নির্বোধের স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা সে। এ ধরণের মন শয়তানের কারখানা, খাহেস বা প্রবৃত্তির প্রসূতি, কুপথের পরিচালক ও অন্যায়ের নির্দেশক। উহার নাম নাফসে আম্মারা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মন অবাঞ্ছিত ভোগের শেষে আফসোসের কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়, অন্যায় আচরণের পর উহার ভিতর অনুতাপের বিষজ্বালা সৃষ্টি হয়, অনুশোচনার আগুনে দগ্ধিভূত হয়। তওবার পানিতে স্নাত হইয়া শুদ্ধ, বুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার জন্য সে মন অস্থির হইয়া উঠে। ইহাকে শুভবুদ্ধির উদয় বা জাগ্রত বিবেক বলা যাইতে পারে। ইসলাম উহার নাম দিয়াছে নাফসে লাউওয়ামাহ।

আর এক প্রকার মন আছে অতিরিক্ত আহারে যেমন তার লোভ নাই, চর্বচুষ্যলেহ্যপেয় বস্তুতে তেমনি তার আকর্ষণ নাই। ভোগস্পৃহা তার নিয়ন্ত্রিত, অল্পতেই সে সন্তুষ্ট, প্রভু পরওয়ার্দেগার যে হালে রাখেন তাতেই সে চরম পরিতৃপ্ত। মানুষের কল্যাণ সাধনে সে সদাউন্মুখ, জীবে দয়া প্রদর্শনে তার আনন্দ, আল্লাহর যেক্‌র আযকারে তার রসনা সদা নিয়োজিত, আল্লাহর পবিত্র নামের স্মরণেই তার হৃদয়ের পুষ্টি, খোদার আনুগত্যে তার আত্মার চরম পরিতৃপ্তি!

অধিকাংশ মানুষের অবোধ হৃদয় এই তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত, লোভ ও ভোগের অতৃপ্ত বাসনা তাহাদের হৃদয়কে সন্তোষের রাজ্য হইতে চিরনির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছে, এই লোভ ও ভোগের অদম্য আকাঙ্খা অনেকের বিবেক বা কল্যাণবোধকে টুটি চাপিয়া মারিয়া ফেলে।

অনেক ক্ষেত্রে অর্থ ও সম্পদের সাময়িক অধিকার মানুষকে দাম্ভিক ও গর্বিত করিয়া তোলে। পানাহারের প্রাচুর্য, আরাম আয়াসের শত উপকরণ, যৌনমিলনের অবাধ সুযোগ একদিকে যেমন মাটির দেহকে পুষ্ট ও সতেজ করিয়া উহার ভোগস্পৃহাকে উদ্দাম করিয়া তোলে, অন্যদিকে তাহার অশরীরী বিবেক ও শুভবুদ্ধিকে নিস্তেজ করিয়া আত্মাকে বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ করিয়া ফেলে। শয়তান বা কুপ্রবৃত্ত দেহের শিরায় শিরায়, রক্ত মাংসের অণুপরমাণুতে ঢুকিয়া পড়িয়া উহার সমগ্র সত্তাটিকে এমনি বশীভূত করিয়া ফেলে যে, সে তখন খাহেস বা প্রবৃত্তির একান্ত অনুগর দাসে পরিণত হইয়া যায়, তার দেবত্ব বিদায় গ্রহণ করে, মনুষ্যত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সে পশুত্বের নিম্নস্তরে নামিয়া আসে।

মানুষকে এই শয়তানী আচরণ ও পাশবিক জীবনের অভিশাপ হইতে রক্ষার জন্যই রমযানের শুভাগমন। আপাতমধুর সুখে প্রলুব্ধ, কুহকজালে জড়িত ও ক্ষতির পথে ধাবিত মানুষের মোহান্ধ হৃদয়ে রমযান চেতনার আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

তাহার অধোগতির পথ রোধ করিতে চায় এবং সঠিক পথে মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে তাহ কে স্বাগতম জানায়। রমযান ভোগের পরিবর্তে সংযম, লোভ লালসার বদলে ত্যাগ তিতিক্ষা, অবিচার ও অনাচার হইতে ন্যায় বিচার, নিষ্ঠুর নির্দয়তা হইতে মায়ামমতা ও দয়ার্দ্র-চিত্ততা, হিংসা ও বিদ্বেষের স্থলে প্রেম ও ভালবাসা, শত্রুতা ও বিদ্রোহের পরিবর্তে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার আহ্বান জানায়।

এই আহ্বানে যাহারা সাড়া দেওয়ার তওফিক অর্জন করে, রহমত ও বরকতের শুভ বার্তাবাহক রমযানের শুভাগমন তাহাদের জন্যই সার্থক হয়।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, রমযান এমন একটি মাস যাহার ভিতরে আছে প্রথম দশ দিবসে রহমত, মাঝের দশ দিবসে মাগ্‌ফেরাত এবং শেষ দশ দিবসে নরকাগ্নি হইতে মুক্তি!

রমযানের প্রথম দশ দিবসে আল্লাহর রহমত বিতরণে যেমন তুফান প্রবাহিত হয়; ঠিক তেমনই রমযানের মাঝের দশ দিবস তাঁহার মার্জনার নদীতে যেন বান ডাকিয়া উঠে! শেষ দশ দিবস আল্লাহ তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্ত করুণাশীল অনুগ্রহপ্রার্থী ও মার্জনা-ভিখারী বান্দার গুণাখাতাহ মাফ করিয়া দোজখের আগুন হইতে পরিত্রাণ দেন, শাস্তির পরিবর্তে তাহাকে বেহেশতী নেয়ামত এবং সন্তোষ দ্বারা ধন্য করেন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন,

"আল্লাহ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃজন করার সময় ১শত রহমত সৃষ্টি করেন, তন্মধ্যে মাত্র একটি রহমত পৃথিবীকে অর্পণ করেন। ঐ একশত ভাগের এক ভাগ রহমত দ্বারা জননী স্বীয় সন্তানকে এবং পশুর দল স্ব স্ব বৎসগুলিকে স্নেহ করিয়া থাকে।"

স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং প্রভু পরওয়ার্দেগারের নিজস্ব নাম আল্লাহ আর তাঁর নিজস্ব গুণ হইতেছে রহমত। সেই জন্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম গুণবাচক নাম রহমান, সেই জন্যই তিনি রহীম।

আল্লাহর এই রহমত এবং দয়া ও কৃপার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষকে তাঁহার রহমত এবং অনুকম্পা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মানুষের অন্তররাজ্যে সৌন্দর্য বোধ উন্মেষিত এবং তাহার চতুষ্পার্শে রূপের পসরা ও সৌন্দর্যের বিপুল ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবনকে সর্বতোভাবে সুন্দর এবং আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছেন। সন্তান-প্রসব ও প্রতিপালন অত্যন্ত কষ্টদায়ক হওয়া সত্বেও মাতৃত্বের সহজাত ক্ষুধা নারী হৃদয়কে সমুদয় কষ্ট সহিবার মত শক্তি দিয়া সন্তানের প্রতি মায়া মমতায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষুধা এবং এই শক্তি আল্লাহর রহমতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

পিতার সাংসারিক জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর ও শ্রমসাধ্য হওয়া সত্বেও নারী প্রেম ও সন্তান-বাৎসল্য উহাকে শুধু সুসহই করিয়া তুলে নাই, পরম লোভনীয় ও আনন্দময় করিয়াও রাখিয়াছে।

কোরআন মজীদ ঘোষণা করিয়াছে,

"আল্লাহর রহমতের অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিনের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে রাত্রিকালে তোমরা বিশ্রাম লাভ করিতে পার আর দিবসে তাঁহার অনুগ্রহ-অনুকম্পা অনুসন্ধান করতে সক্ষম হও।"

আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁহার রহমতের অনন্ত পসরা মানুষের চতুষ্পার্শে বিছাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি মানুষের বিচিত্র আহার্য বস্তু, তৃপ্তিদায়ক পানীয় সম্ভার, আনন্দ লাভ ও ভোগের নানাবিধ উপকরণ চতুর্দিকে অকাতরে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নারীর প্রেম, শিশুর হাসি, ফুলের সৌরভ পত্র ও পুষ্পের বর্ণ-বৈচিত্র, মানুষের কণ্ঠে সুমধুর সুর মাধুর্য প্রভৃতি শত সহস্র উপকরণ উপাদানে তাঁহার অপার রহমত ঢালিয়া দিয়াছেন। এইগুলি মানুষের জন্য জড়জগতের ইহলৌকিক সম্পদরাশি। মানুষ ন্যায় পথে অবস্থান করিয়া আল্লাহর রহমতের এইসব নেয়ামত ভোগ করিবে, তাহার পার্থিব জীবনকে সুখময় ও আনন্দমণ্ডিত এবং সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবে এই সুযোগ সুবিধা আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

মানুষের পার্থিব জীবনকে আনন্দময় ও সুখ-সম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তোলার জন্য উপরোক্ত রহমত আল্লাহর তরফ হইতে বিতরিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার চিরন্তন বাস পারলৌকিক জীবনকে মানুষের জন্য শান্তি ও সুষমামণ্ডিত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে রহমানুর রহীম আল্লাহ অন্য আকারে তাঁহার রহমত অবতীর্ণ করিয়াছেন। কোরআন পাকে বিঘোষিত হইয়াছে,"হে মানব সমাজ, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে উপদেশ আসিয়াছে, উহা মানস-ব্যাধির আরোগ্য বিধায়ক এবং বিশ্বাস পরায়ণ-গণের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ।

আল্লাহ গফুরুর রহীম ক্ষমাশীল, করুণাময়। তিনি বান্দার অপরাধ মার্জনা করিতে সদা প্রস্তুত—অত্যন্ত উৎসক। কোরআন মজিদে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

"বলুন, [হে রসুল (দঃ)]; হে আমার বান্দাগণ যাহারা নিজেদের উপর অন্যায় অবিচার করিয়াছে, তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইওনা, নিশ্চয় আল্লাহ সব অপরাধ ক্ষমা করেন; নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও পরম অনুগ্রহপরায়ণ"। আয্যুমার ৫৩ আয়াত।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

"যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষত্রুটী ব্যতীত বৃহত্তর পাপ ও অশ্লীলতা হইতে দুরে অবস্থিত (তাহারা আশ্বস্ত হোক যে,) নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু ক্ষমায় প্রাচুর্যময়"।—আন্‌নজম ঃ ৩২ আয়াত।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে মার্জনার দিকে তোমরা দ্রুত ধাবিত হও"। আল হাদীদ ঃ ২১ আয়াত।

সূরায় নেসায় বলিয়াছেন,

"এবং যে কেহ গর্হিত আচরণ বা অত্যাচার করে নিজের উপর কিন্তু পরে আল্লাহর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু রূপে পাইবে"।—আন্‌নিসা ঃ ১১০ আয়াত।

অপর স্থানে বলা হইয়াছে,

"আল্লাহ তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশী করার অপরাধ (শের্কের মহাপাতক) ক্ষমা করেন না, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অপর অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"—আন্‌নিসা ঃ ৪৮ ও ১১৬ আয়ত।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ বলেন...

"হে আমার বান্দাগণ, তোমরা দিবারাত্র ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ করিয়া থাক, আর আমি সমস্তই মার্জনা করিয়া দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট মাফ চাও, আমি মাফ করিয়া দিব।...হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, তোমাদের পরবর্তীগণ, তোমাদের ভিতর মনুষ্যকুল, তোমাদের দানবকুল সকলে একটি উচ্চ ভূমি খণ্ডে দাঁড়াইয়া যদি কিছু প্রার্থনা করে আর আমি প্রত্যেককে তাহার প্রার্থিত বস্তু দেই তাহা হইলে আমার করুণা সাগরের পানি কিছুই কমিবেনা—যেমন সমুদ্রের পানিতে একটি সুই ডুবাইয়া তুলিলে সাগরের পানির কিছুই ঘাটতি হয় না।"

রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন,

"শয়তান আল্লাহর ইয্যতের কসম খাইয়া বলিল, প্রভু হে, আপনার বান্দাদের দেহে আত্মা অবস্থিত থাকা পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবনা।" আল্লাহ তখন বলেন, আমার ইয্যত, আমার বিক্রম এবং আমার পদ মর্যাদার কসম,—যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মার্জনা প্রার্থনা করিতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে মার্জনা করিতে থাকিব।

অগণিত হাদীসে দয়াময় আল্লাহর অফুরন্ত মাগ-ফেরাতের খোশখবর দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) দিবারাত্রি অসংখ্যবার আল্লাহর নিকট মার্জনা চাহিয়াছেন—যদিও তাঁহার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ পূর্বেই ক্ষমা করিয়া রাখিয়াছেন—এবং উম্মতদিগকেও অবিরাম ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছেন।

তবে এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন ঃ

প্রথম কথা এই যে, আল্লাহ শের্কের মহা পাপ মাফ করেন না। দ্বিতীয় হক্কুল এবাদ বা বান্দার ন্যায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সঙ্গত অধিকার হইতে কোন বান্দাকে কেহ বঞ্চিত করিলে—কাহারও উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিলে, কাহারও মনে অযথা দুঃখ দিলে, সেই মজলুম বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত ন্যায় বিচারক আল্লাহ মাফ করেন না।

শুধু মুখে মুখে দৈনিক সহস্রবার ক্ষমা চাহিলে কোন কল্যাণ হইবেনা যদি না সেই মৌখিক মার্জনা ভিক্ষার সহিত পূর্বকৃত গুণাহর জন্য অন্তরে অনুশোচনার উদ্রেক হয়। এই অনুতাপ ও অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বানুষ্ঠিত পাপের জন্য তওবা করিতে হইবে। তওবার মূলগত অর্থ কোন বিষয়ের পানে ফিরিয়া যাওয়া। সাময়িক মোহে শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ অনেক সময় অন্যায় করিয়া বসে। সে যখন ভুল বুঝিতে পারে, তখন ভুলের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হয়। মানব হৃদয়ে ভুলের এই অনুভূতি, সাধু জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য এই আন্তরিক ব্যাকুলতা এবং মার্জনা করার অধিকারী আল্লাহর শক্তির উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার নিকট সমর্পিত চিত্তে বান্দার মার্জনা ভিক্ষা আল্লাহ অত্যন্ত ভালবাসেন এবং পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করেন। এজন্য হাদীস শরিফে বলা হইয়াছে,

"আদমের প্রতিটি সন্তান ভ্রমশীল—পাপী আর সেই পাপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই যারা আল্লাহর নিকট সতত: অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবাকারী"।

আল্লাহর সত্বা এবং তাহার গুণাবলীর সহিত শের্ক করার যে বিবিধ প্রকরণ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে উহা হইতে বিরত থাকিয়া—এবং বঞ্চিত ও উৎপীড়িত বান্দাদের হক প্রত্যর্পণ পুর্বক তাহাদের নিকট হইতে মার্জনা লইয়া—এই পুণ্য মাসের মাগফেরাতের বিশেষ দশ দিবসে আল্লাহর নিকট পুর্বকৃত ভুল ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে মার্জনা চাহিয়া গফুরুর রহীম আল্লাহর আশীর্বাদকে শীরে বরণ করার জন্য কে আছ কোথায় মুসলমান, আগাইয়া আস! শুধু মুমেনদের জন্যই নয়, মুসলেমীন, মুক্কেনীন ও মুহসেনীনদের জন্যও কোরআন মজীদ যে **রহমত** স্বরূপ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাহা স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। শুধু কোরআন মজীদই নয় উহার বাহক রসুলুল্লাহও (দঃ) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য **রহমত** স্বরূপ।

আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য মূর্তিমান রহমত রূপেই প্রেরণ করিয়াছি।" সুতরাং মানুষের জন্য আল্লাহর অপার অনুগ্রহ এবং অফুরন্ত রহমতের সাক্ষাৎ প্রতীক হইতেছে আল-কোরআন এবং উহার জীবন্ত ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপায়ন রসুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র জীবনাদর্শ বা সুন্নতে নববী। আল্লাহর অপার্থিব রহমতের অধিকারী হইতে যাহাদের অন্তরে বাসনা অনুগ্রহ রহিয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই কোরআন এবং হাদীসকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করিয়া সেই লক্ষ্যপথে চলিতে হইবে। কোরআনকে জীবনে গ্রহণ এবং **রূপায়িত করার** চেষ্টায় ব্রতী হইতে হইবে এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) যেভাবে কোরআনের শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করিয়া উম্মতের জন্য আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন উহার সনিষ্ঠ অনুসরণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া তিনি রহমত বা দয়া ও করুণার যেসব বিশেষগুণে বিভূষিত ছিলেন এবং মানুষ ও জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য যেসব অমর বাণী ও অমৃত উপদেশাবলী রাখিয়া গিয়াছেন রমযানের প্রথম ১০ দিবসে উহা কান দিয়া শুনিতে হইবে এবং **বাস্তব জীবনে** উহা রূপায়িত করিয়া দেখাইতে হইবে।

বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

"যে ব্যক্তি দয়া করেনা, তাহাকে দয়া করা হইবেনা।" আবুদাউদ, মুছনদে আহমদ, প্রভৃতিতে রেওয়ায়ত আসিয়াছে, আল্লাহর রসুল (দঃ) বলিয়াছেন,

"দয়াবান ও দয়াশীলদিগকেই দয়ার আধার আল্লাহ দয়া করিয়া থাকেন, তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়াশীল হও, যিনি আকাশে বিরাজ করেন, তিনি তোমাদিগকে দয়া করিবেন।" তাবরানী ও ইবনে জরীর বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছেন,

"আল্লাহ শুধু তাঁহার দয়ালু দাসদিগকেই দয়া ও অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন।" অন্য এক হাদীসে বলা হইয়াছে,

"যেব্যক্তি চড়ুই পাখীর ছানাকে দয়া করিবে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাহাকে দয়া করিবেন।" এক তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানর ফলে আল্লাহ তাহার এক দাসীর প্রতি এতটা সন্তুষ্ট হইলেন যে, তজ্জন্য তাহার অপরাধ মার্জনা করিলেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

"যে ব্যক্তি রক্তের বন্ধন ছিন্ন করে, সে বেহেশতে যাইবেনা। তিনি আরও বলিয়াছেন,

"রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলাই মিলনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং সম্পর্ক একবার ছিন্ন হইয়া গেলে পুনরায় যে উহার সংযোগ স্থাপন করে সেই প্রকৃত বন্ধন সংস্থাপক।"

রসুলুল্লাহকে (দঃ) একদা জিজ্ঞাসা করা হয়, "কোন্ দান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট?" তিনি বলিলেন, "দরিদ্রকে দান। আত্মীয় হইতে প্রথম শুরু কর।"

মুসলমানদের জাতীয় বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

"মুমেনদের দৃষ্টান্ত তাহাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বভাব, দয়াশীলতা ও স্নেহপ্রবণতার দিক দিয়া একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ পীড়িত হইলে যেমন সমস্ত দেহ বিনিদ্র ও জরাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তেমনি একের দুঃখে সমস্ত জাতি দুঃখিত ও ব্যথা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।"

উপরিউক্ত আলোচনা এবং উধৃত হাদীসসমুহ হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহর রহমতের যাহারা প্রত্যাশী, তাহাদিগকে শুধু আল্লাহর যেক্‌র আযকারে এবং নৈশ এবাদতে মশগুল থাকিলেই চলিবেনা, বরং এগুলির সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য ছোট বড় সকলকে অপকট-ভাবে ভালবাসিতে হইবে, দয়ার ভিখারীদের জন্য সর্বতোভাবে অনুকম্পাশীল হইতে হইবে এবং সর্বজীবে অকাতরে দয়া বিতরণ করিতে হইবে। তবেই রমযানের প্রথম দশ দিবসে আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হওয়ার আশা করা যাইতে পারে।

রমযানের শেষ দশকে আল্লাহ বান্দাদিগকে নরকের শাস্তি হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য এই যে পাপ ক্রিয়া ও অন্যায় কার্য সম্পাদন এবং ভ্রান্তি-বিভ্রান্তির ফলে দোযখের শাস্তি যদি অবধারিত হইয়া যায়—আল্লাহ সেই অবধারিত নরকাগ্নির শাস্তি হইতে বান্দাকে রেহাই দিয়া থাকেন। ইহা প্রথম দশকের রহমত বিতরণ এবং দ্বিতীয় দশকের মাগফেরাত প্রদানের স্বাভাবিক ফল।

সুতরাং নরকাগ্নি হইতে মুক্তির আশা যাহারা পোষণ করিবে তাহাদিগকে অবশ্যই তাহাদের ঈমান ও আমলের দ্বারা আল্লার রহমত ও মাগফেরাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

আল্লাহ যেমন রহমানুর-রহীম, গাফফার ও করীম—করুণাময় কৃপানিধান এবং অত্যন্ত মার্জনাশীল ও দয়ালু, তেমনি তিনি জাব্বার ও কাহ্‌হার—প্রতাপান্বিত ও পরাক্রমশীল। ইনসাফ এবং আদল্—ন্যায় ও উচিত বিচারও তাঁহার স্বভাব।

তিনি বান্দার সব অপরাধ মার্জনা করেন কিন্তু শের্কের মহাপাতক মাফ করেন না। তিনি বড় বড় অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন—কিন্তু জালেমকে তিনি ছাড়েন না যে পর্যন্ত মজলুম জালেমকে অব্যাহতি না দেয়। ইহা তাহার ন্যায় বিচারের নিদর্শন।

সুতরাং রমযানের শেষ দশকে নরকাগ্নি হইতে মুক্তির শুভ সন্দেশ পাইতে হইলে শের্ক হইতে দূরে থাকিতে হইবে; অত্যাচারিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ব্যক্তিদের নিকট হইতে মার্জনা লইয়া তাহাদের প্রতি সদাচারশীল হইতে হইবে। পিতা-মাতা, সন্তান সন্ততি, ভাই বেরাদর, পাড়া পরশী সমাজ ও দেশবাসী, এমন কি সর্বমানবতা এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবদের মধ্যে যাহার যে হক তাহা সাধ্য ও ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায় করিতে হইবে।

আর এসব যথাযথভাবে করিতে হইলেই বান্দাকে অবশ্যই সংযমশীল হইতে হইবে। স্বার্থপরতা, আত্ম-সর্বস্বতা, ভোগ পরায়ণতা, লোভ লালসা, অর্থগৃধ্নুতা

www.ahlehadeethbd.org

এবং অতৃপ্তি ও নির্দয়তা অন্তর হইতে রোযার সংযমের মাধ্যমে দূরীভূত ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর সৎচিন্তা ও সুখেয়াল পোষণ করিয়া সৎকার্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। রোযার দিবস আল্লাহ তা'লা তাঁহার বান্দাদিগকে ডাকিয়া বলেন, "হে মঙ্গলের অভিলাষী, আগাইয়া আস, হে অমঙ্গলের পথে ধাবমান ব্যক্তি, থাম।"

রমযান সবরের মাস এবং সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মাস।

রোযাদার তাহার সিয়ামব্রত পালনের মাধ্যমে যৌন ক্ষুধার বিকৃতি সংশোধিত করিয়া লইবে। কাম রিপুর উদ্দাম চরিতার্থতার পথ পরিহার করিয়া উহাকে সংযত ও সংহত করিয়া ধৈর্যের পাঠ গ্রহণ করিবে। যৌন ক্ষুধা মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি। ইহাকে সম্পূর্ণ অবদমিত করার চেষ্টা অস্বাভাবিক। এই অবদমন মানুষের আয়ত্বের বাহিরে। ইসলাম উহাকে শুধু সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। ইসলামের সিয়াম দিবাভাগে পানাহারের ন্যায় এই ক্ষুধার পরিতৃপ্তির পথ বন্ধ রাখিয়া নৈশকালে উহার অনুমতি প্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেও শুধু অনুমতি মাত্র—ইহার তাৎপর্য এই যে, যৌনক্ষুধার স্বাভাবিক দাবীকে জবরদস্তিভাবে চাপিয়া না রাখিয়া সংযতভাবে উহা পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু রাত্রিকালেও অসংযত ইন্দ্রিয় সেবার পথ অবলম্বন করা চলিবে না। রোযার কৃচ্ছ্র সাধককে দিনের বেলায় উপবাস থাকিয়া রাত্রে আল্লার যিকর আযকার এবং তাঁহার মাহিমা কীর্তনের মাধ্যমে তাহার খুদিকে সমুন্নত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে অসংবৃত ইন্দ্রিয় সেবার আকাঙ্খাই তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইবে না—হইতে পারে না। এই সাধনাই তাহাকে ধৈর্যের শিক্ষা প্রদান করিবে, সে ধৈর্যের ক্রিয়া শুধু রমযান মাসেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, বাকী ১১ মাসেও উহা ক্রিয়াশীল রহিবে।

এই ধৈর্যগুণ শুধু তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত এবং খুদিকেই সমুন্নত করিবেনা বরং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের অহমিকার ভাব বিদূরিত করিয়া অপরের প্রতি তাহাকে প্রেম ও ভালভাসা বিতরণে এবং সদাচার ও সদ্ব্যবহার করিতেও উদ্বুদ্ধ করিবে। সুতরাং রোযার সাধনা রোযাদারকে একদিকে যেমন ধৈর্যশীল করিয়া তুলিবে অপরদিকে তাহাকে তেমনি অপরের প্রতি করুণাপ্রবণ এবং ক্ষমাশীল হইতেও শিক্ষা প্রদান করিবে।

মানুষ এবং জীব জন্তুর প্রতি রোযাদারের করুণা ও ক্ষমার আচরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে অত্যন্ত প্রীত এবং সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। তাই রহমানুর রহীম ও গফূরুল করীম আল্লাহ প্রেমপ্রবণ ও ক্ষমাশীল রোযাদরকে রমাযানের প্রথম দশকে অকাতরে দয়া বিলাইয়া মাঝ দশকে তাহার পাপরাশি ক্ষমা করিয়া তাহাকে শেষ দশকে নরকাগ্নি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া থাকেন।

রমযানের মহাকল্যাণ ও বরকতের মাহিনা আবার আমাদের দ্বারপ্রান্তে রহমত, মাগফেরাত ও মুক্তির বারতা লইয়া সমাগত। এই মাসের আগমন আমাদের জন্য শুভ হোক। সার্থক হোক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৫৫২ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের জীবনের ঝুকি গ্রহণ করেও এগিয়ে যেতাম।

শূন্যগর্ভ শ্লোগানে এখন কোন কাজ হবে না; এখন চাই কাজ—একমাত্র বাস্তব কর্মই অধীনতা ও দাসত্বের কবল থেকে কাশ্মীরিদের বাঁচাতে পারে। আর আমরা তো আমাদের কাশ্মীরী ভাইদের সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ফল যাই হোক না কেন!

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, আলজিরীয়ার অধিবাসীবৃন্দ—যেখানে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে সমগ্র মুসলিম জগত—এমন কি অন্যান্য দেশের আজাদী-প্রিয় দেশসমূহ নৈতিক ও কার্যকরী সমর্থন প্রদান করেছে সেখানে অপর তো দূরের কথা—নিজের দেশই যথাযোগ্য সমর্থন জানাতে দ্বিধাবোধ করেছে। এই তো আমাদের অবস্থা। এই অবস্থায় অপরে এই ন্যায়সঙ্গত এবং মানবীয় প্রশ্নে সমর্থন যোগাবে এটা আমরা কি করে আশা করতে পারি?

ত্যাগের আবশ্যকতা

বর্তমানে অধিকৃত কাশ্মীরের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত যে, আর অধিক অপেক্ষা করার সময় নেই। ঔপনিবেশকতাবাদীদের দ্বারা কাশ্মীরে আমাদের দ্বীনী ভাইদের উপর নির্মম জুলুম আমরা নীরব দর্শকরূপে আর কতদিন দেখে চলব? ভারত বেদনা-কাতর কাশ্মীরীদের উপর আরও শক্ত করে চেপে বসতে বদ্ধপরিকর—তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সর্ব শক্তি দিয়ে দাবিয়ে রাখতে কৃতসঙ্কল্প। তারা বিপুল বৈদেশিক সাহায্য তাদের অন্যায় ও জবরদস্তী সামরিক দখল বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করে চলেছে। (সম্প্রতি চীনের আক্রমণ প্রতিরোধের নামে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত রণসম্ভার ভারত সমগ্র কাশ্মীরকে গ্রাস করার এবং উহার অধিবাসিদের দলিত মথিত করার জন্য সুযোগ মত ব্যবহার করবে না—বিদেশীদের এ 'নিশ্চয়তা' অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে কি?—অনুবাদক)।

সুতরাং আমাদিগকে অবশ্যই আমাদের সমুদয় প্রচেষ্টা, উদ্যম, সাধ্য-সাধনা এবং উপকরণ কাশ্মীরকে মুক্ত করার জন্য নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ত্যাগ ভিন্ন কোন মহৎ কাজ—কোন মঙ্গল ব্রত সম্পাদিত হয় না।

১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের অধিবাসী এবং মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী গাযিবৃন্দ যে স্পীরিট নিয়ে তাদের মুক্তি জিহাদ শুরু করেছিলেন আজ পুনঃ তাই করতে হবে। এদের পথে আমাদের সরকারের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা ঠিক হবে না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক চাল এবং দুই শক্তি ব্লকের ক্ষমতার ঠাণ্ডা লড়াই জাতিসঙ্ঘের নীতি ও কর্ম পন্থা নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবৃন্দ যে নাটক মঞ্চায়িত করে চলেছেন তাতে অনেকের বিবেক আহত হলেও জাতিসঙ্ঘ কিন্তু আক্রমণকারী দেশকে আদর সোহাগে পরিতুষ্ট করে চলেছেন। ফলে মজলুমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ এবং আন্তর্জাতিক ওয়াদা প্রতি ডোণ্ট-কেয়ার মনোভাব উৎসাহিত হচ্ছে।

ভারত এতদিন তার খেলায় জিতে এসেছে সত্য, কিন্তু খেলার শেষ রাউণ্ড এখনও বাকী আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা

ভারতের নিরপরাধ মুসলমানদের খুনে আজও যাদের হাত রাঙ্গা সেই নরহন্তাদের সমর্থন যুগিয়ে চলেছে "মানবতার সনদের হাফেজ" সোভিয়েট রাশিয়া। সুতরাং আইর্ল্যাণ্ডের উদ্যোগে উত্থাপিত কাশ্মীর প্রস্তাবে যখন সোভিয়েট রাশিয়াকে এক শততম ভেটো প্রয়োগে উহাকে বানচাল করতে দেখি তখন আশ্চর্য বোধ করি না। কারণ এটা হচ্ছে রাশিয়ার 'ঠাণ্ডা লড়াই' এর একটা সুপরিকল্পিত কৌশল। ন্যায়ানুগত্যকে যে কোন প্রয়োজনের বেদীমূলে বিসর্জন দেওয়াই তাদের নীতি।

মুসলিম মধ্য এশিয়া, হাঙ্গেরী এবং অন্যান্য স্থানে মারাত্মক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের রেকর্ড সৃষ্টিকারী রাশিয়ার পক্ষে অপর একটি ঔপনিবেশিকতাবাদী দেশের সমর্থনের অর্থ সহজেই বোধগম্য।

সমগ্র এশিয়ার ভিতর একমাত্র ভারতই সামরিক

www.ahlehadeethbd.org

শক্তির প্রয়োগে সীমা সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করে চলেছে। হায়দরাবাদ, জুনাগড়, নাগারাজা সিকিম এবং গোয়া দখলের পর ভারতের চতুপার্শ্বে আর কোন দেশের প্রতি নেহরুর কোন দৃষ্টি নাই এ কথা কে বলতে পারে ?

পাকিস্তান ১৯৫৪ সালে সিয়াটো এবং সেন্টোতে যোগদানের পর হইতেই ভারত উহার বিরুদ্ধে বহির্বিশ্বে নানারূপ মিথ্যা প্রচার প্রপাগাণ্ডা শুরু করে দিয়েছে। মধ্য প্রাচ্যে তার এই প্রপাগাণ্ডা বিচ্ছেদাত্মক এক বিষময় ফল প্রসব করেছে। পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশেও বিভ্রান্তির মায়াজাল সৃষ্টি করতে সে সক্ষম হয়েছে। নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য সে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে দুমুখী নীতি অনুসরণ করে চলেছে সেটা বেশ চমকপ্রদই বটে। রাশিয়াকে খুশী করার জন্য সে নিরপেক্ষতার ভান প্রদর্শন করে এবং মুখে সাম্রাজ্যবাদের নিন্দাও প্রকাশ করে। সঙ্গে সঙ্গে সে পাশ্চাত্য শিবির এবং গণতন্ত্রী জগতকে তার প্রতি সন্তুষ্ট রাখার জন্য কূটকৌশলের সব অস্ত্রই প্রয়োগ করে থাকে। তার ফল স্বরূপ আমেরিকা ভারতকে কোটি কোটি ডলারের শিল্প এবং সামরিক সাহায্য দিয়ে চলেছে। (চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের নামে কম্যুনিজম প্রসারের আতঙ্ক দেখিয়ে আমেরিকা, বৃটেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে বিপুল সমর সম্ভারও ভারত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।)

ইসরাইলের প্রতি ভারতের নীতি

পৃথিবীর দুই শক্তি ব্লকের কোনটি ভারত কর্তৃক অধিক প্রতারিত হয়েছে সেটাই খুব বড় কথা নয়—আশ্চর্যের বড় কথা হচ্ছে এই যে, ভারত—অপরের দেশসমূহে, বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রবেশ পথ করে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলবার নয় যে, ভারত আরব দেশসমূহের প্রধান এবং ভীষণতম দুশমন 'ইসরাইল'কে স্বীকৃতি দিয়েছে। যে ইসরাইল—আরবের বক্ষে একটি বিষাক্ত ছুরিকা স্বরূপ সেই ইসরাইলকে ভারত শুধু স্বীকৃতিই দেয় নাই—তার সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ও করেছে। ইহুদীদের সংগে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য ভারত ইসরাইলের সহিত বেতার সংযোগও স্থাপন করে ফেলেছে এবং পারস্পরিক ছাত্র বিনিময়ের জন্য একটি বৃত্তি প্রদান পরিকল্পনাও উভয় দেশ গ্রহণ করেছে।

কপটতার খেলা

দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্যও চেষ্টা চলছে—সম্প্রতি যাকার্তায় এশীয় সম্মেলনে পাশ্চাত্যের এই জারজ সন্তানটিকে পাচার করার জন্য যে ভূমিকা ভারত গ্রহণ করেছিল ইন্দোনেশিয়ার সুবিবেচিত আঘাতে তা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এ সম্মেলন মাধ্যমে ভারতের আরবের প্রতি বন্ধুত্বের মুখোস উন্মোচিত হয়েছে। যে ভারত বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে তাদের বুকের সাপটাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে সেই ভারতকে উহার প্রকৃত স্বরূপে চিনে নেওয়ার কাজ এখন আমাদের আরব ভ্রাতৃবৃন্দের।

জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা

দীর্ঘদিনের কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে জাতিসঙ্ঘের চরম ব্যর্থতার পর কাশ্মীরবাসিদের মনে এধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এই প্রতিষ্ঠানটি বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ উদ্ধারের একটি বাহন মাত্র—দুর্বলতর জাতিসমূহের এখানে ন্যায় বিচার পাওয়ার কোন আশা নেই। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে—বৃহৎ জাতিসমূহ নেহরুকে কিছুতেই অসন্তুষ্ট করবে না—এ সম্পর্কে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই পুনঃ পুনঃ তারা—কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে অস্বীকার করে এসেছে। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ পরিশ্রমী অধিবাসী—তাদের নিকট মানুষ নামেরই অযোগ্য!

www.ahlehadeethbd.org

রমযানের সওগাত

—শাইখ আবদুর রহীম

আল্লাহ-তা'আলা বলিয়াছেন—

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

"ওহে মুমিনরা, তোমাদের আগে কালের লোকদের উপরে রোযা যেমন ফরয করা হইয়াছিল তোমাদের উপরেও রোযা সেইরূপ ফরয করা হইল। ইহার ফলে তোমরা সম্ভবতঃ পাপ কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।"

আল্লাহ-তা'আলার এই কালাম হইতে জানা যায় যে, রোযা পাপ কাজ সম্পাদনের পরিপন্থী। রোযা রাখা অভ্যাস করিলে পাপ কাজ করিবার প্রবৃত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রোযার এই প্রভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন,

يمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه
له وجاء.

"ওহে যুবক দল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীর খোরপোষ বহন করিবার সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে; আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ রাখে না তাহার পক্ষে রোযা রাখা উচিত, কেননা উহা যৌন-ক্ষুধা দমন করে।"

বস্তুতঃ চরিত্রকে পবিত্র রাখার জন্য যে সকল উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হইয়া থাকে তাহার মধ্যে রোযা রাখা একটি উত্তম পন্থা। এই কারণে রোযাকে সকল যুগে সকল ধর্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল।

রোযার স্বরূপ, পদ্ধতি, কাল ও নিয়ম-কানূন সকল ধর্মে একই প্রকার ছিল না। যথা, সারা দিবস রোযা রাখার পরে রাত্রিতে কোন কিছু পানাহার না করিয়া দ্বিতীয় দিবস রোযা রাখা এবং দ্বিতীয় দিবসের পরবর্তী রাত্রিতেও কিছুই পানাহার না করিয়া তৃতীয় দিবসও রোযা রাখা পূর্বকালের কোন কোন ধর্মে শুধু যে বৈধই ছিল—তাহা নহে; বরং ঐ ভাবে পানাহার ত্যাগ করতঃ উপর্যুপরি কয়েক দিন রোযা রাখা উত্তম বলিয়া আদৃত হইত। কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মে ঐ ভাবে রোযা রাখা অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

তারপর, হযরত মুহম্মদ সঃ-র উম্মতের উপরে রোযা ফরয হওয়ার প্রথম দিকে যে সকল নিয়ম ছিল তাহারও কোন কোনটি হযরতের যমানাতেই পরিবর্তিত বা সংশোধিত হইয়াছিল। যথা, কুর্আন মজীদের উপরিউক্ত আয়াতযোগে রোযা যখন প্রথমে ফরয হইয়াছিল তখন একটি কানূন এই ছিল যে, সূর্যাস্তে রোযা ইফতার করার পর হইতে 'ইশা নমায পড়া অথবা ঘুমান পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস জায়িয ছিল। ইফতারের পরে ঘুমাইয়া পড়িলে অথবা 'ইশার নমায সম্পাদন করিলে তাহার পরে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ ছিল। পরে এই নিয়মটি কুরআন মজীদের যে আয়াত-দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল তাহা এই—

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم
هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم
كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا
عنكم، فالئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الابيض من الخيط الاسود من الفجر.

"তোমাদের জন্য রোযার রাত্রিতে নিজ বিবির সহিত রহস্যালাপ হালাল করা হইল। তাহারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাহাদের আবরণ। তোমরা যে নিজেদের ব্যাপারে খিয়ানত করিতেছিলে তাহা আল্লাহ জানিতেন। পরে, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করিলেন এবং তোমাদের ত্রুটি মাফ

www.ahlehadeethbd.org

করিলেন। এখন (তিনি নির্দেশ দিলেন যে,) তোমাদের জন্য আল্লাহ যে সন্তান বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা লাভ করিবার জন্য তোমরা ভোরের কৃষ্ণ রেখা দূরীভূত হইয়া শুভ্র রেখা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত নিজ বিবিদের সহিত মিলিত হও এবং ঐ সময় পর্যন্ত পানাহার করিতে থাক।"

ফল কথা, রোযা রাখা সকল ধর্মেই অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানরূপে বিধিবদ্ধ ছিল এবং রোযার উদ্দেশ্য ছিল তাক্‌ওা হাসিল করা। বস্তুতঃ, পাপ কাজের প্রতি অনাসক্তি আনয়নের প্রচেষ্টাজনিত আত্মিক উন্নতি সাধন এবং পাপ কাজ হইতে কার্যতঃ বিরত থাকিয়া চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনই রোযার প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য যে সকল কাজ করা প্রয়োজন তন্মধ্যে রোযার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। এখন প্রশ্ন উঠে, বৎসরের কোন্ কোন্ ঋতুতে কত দিন অন্তর অন্তর কত দিন ধরিয়া রোযা রাখিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে?

জওয়াব—সকল মানুষের শারিরীক ও মানসিক অবস্থা এক রকম নয়। কেহ বা শক্তিশালী কেহ বা দুর্বল; আবার কাহারও মানসিক বৃত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত ধীর ও শান্ত এবং কাহারও মানসিক বৃত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত চঞ্চল ও দুর্দান্ত। কাজেই বিভিন্ন প্রকার লোকের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলেও সর্বসাধারণের উপযোগী ন্যূনতম একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়। পাপ-প্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে পূর্ণ এক মাস রোযা রাখা প্রয়োজন বোধে আল্লাহ-তা'আলা মানুষের উপর সম্পূর্ণ এক মাসের রোযা ফরয করেন এবং রমযান মাসটিকে উহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সাধারণ মানুষের প্রতি এই হুকম হইল। বাকী রহিল অসাধারণ মানুষের কথা—যথা এক দিকে রুগ্ন বা সফর-রত লোকের কথা এবং অপর দিকে দুর্দমনীয় কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত লোকের কথা। রুগ্ন বা সফর-রত লোকের প্রতি আল্লাহ-তাআলা এই নির্দেশ জারী করেন যে, রুগ্ন ব্যক্তি যতদিন রোযা রাখিতে অক্ষম হইবে, রোগমুক্তির পরে রোযা রাখিবার ক্ষমতা অর্জন করিলে সে তত দিন রোযা রাখিবে। আর সফর-রত লোক সম্বন্ধে আল্লাহ-তাআলার হুকম এই যে, সফর-রত ব্যক্তি সফরে থাকাকালে যতদিন রোযা রাখিতে অক্ষম হইবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার পর সে ততদিন রোযা রাখিবে। আল্লাহ-তা'আলা বলেন,

ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুগ্ন অথবা সফর-রত থাকিবে সে অপর দিন সমূহে ঐ সংখ্যক রোযা রাখিবে।"

তারপর, অপর দিকের অসাধারণ লোকের কথা অর্থাৎ যাহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল ও দুর্দমনীয় তাহার কথা এই যে, সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী রমযান মাসের রোযা রাখিবে। তদুপরি রসুলুল্লাহ সঃ-র যে হাদীসটি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে সেই হাদীসমত সে আমল করিতে থাকিবে; অর্থাৎ স্ত্রীর খোরপোষ বহন করিবার সামর্থ থাকিলে বিবাহ করিবে নচেৎ ক্রমাগত রোযা রাখিয়া কুপ্রবৃত্তির তীব্রতা হ্রাস করিতে যত্নবান হইবে। প্রশ্ন উঠে, তাহাকে ঊর্ধপক্ষে কত কাল ধরিয়া রোযা রাখিতে হইবে? এ সম্পর্কে দুইটি হাদীস উধৃত করিয়া ইহার উত্তর দিতেছি।

عن ابى هريرة رض قال اوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة ايام من كل شهر.....(البخارى)

"হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, আমার সুহৃদ রসুলুল্লাহ সঃ আমাকে তিনটি বিষয়ের নসীহত করেন। (১) (রমযান মাসের রোযা বাদে) প্রত্যেক মাসে তিন দিন করিয়া রোযা রাখা।.....

عن عبد الله بن عمرو رضى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومى، فدخل على فالقيت له وسادة من ادم حشوها ليف، فجلس على الارض وصارت الوسادة بينى وبينه، فقال اما يكفيك من كل شهر ثلاثة ايام ؟

www.ahlehadeethbd.org

قال قلت يارسول الله، قال خمسا، قلت يارسول الله، قال سبعا، قلت يارسول الله قال تسعا، قلت يارسول الله، قال احدى عشرة ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم لاصوم فوق صوم داود صم يوما وافطر يوما •

'আবদুল্লাহ-ইবনে 'আমর বলেন, আমার (অতিরিক্ত) রোযা রাখার কথা রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট উল্লেখ করা হইলে তিনি আমার নিকটে আসিলেন। (তাঁহার বসিবার জন্য) আমি খেজুর গাছের আঁশ-ভরা চামড়ার একটি গদী তাঁহার দিকে আগাইয়া বিছাইলাম। তিনি (ঐ গদীর উপরে না বসিয়া) মাটির উপরে বসিয়া পড়িলেন এবং গদীটি তাঁহার ও আমার মধ্যে পড়িয়া রহিল। অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "(রমযান বাদে) প্রত্যেক মাসে তিন দিন করিয়া রোযা রাখা কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?" আমি বলিলাম, "য়া রসূলুল্লাহ!" অর্থাৎ যথেষ্ট নয়। তিনি বলিলেন, "পাঁচ?" বলিলাম, "য়া রসূলুল্লাহ!" বলিলেন; "সাত?" বলিলাম, "য়া রসূলুল্লাহ!" বলিলেন, "নয়?" বলিলাম, "য়া রসূলুল্লাহ!" বলিলেন, "এগারো?" তারপর, নবী সঃ বলিলেন, "দাঊদের রোযার ঊর্ধে কোন রোযা হইতে পারে না—অর্ধেক যমানা (রোযা)—এক দিন রোযা রাখ ও এক দিন রোযা রাখিও না।"

কুরআন ও হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে রোযা রাখিবার ন্যূনতম মীয়াদ বৎসরে এক মাস মাত্র এবং ঊর্ধতম মীয়াদ বৎসরে এক মাস ও বাকী এগারো মাসের অর্ধেক। কাজেই কুপ্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য রমযান মাসের রোযা রাখা ছাড়া বৎসরে ঊর্ধপক্ষে আর সাড়ে পাঁচ মাস পর্যন্ত যাহার পক্ষে যে পরিমাণ রোযা রাখা প্রয়োজনীয় হইবে সে সেই পরিমাণ রোযা রাখিবে।

এইভাবে ইসলামী শরী'আতে সাধারণ, অসাধারণ সকল প্রকার লোকের অবস্থার উপযোগী রোযা রাখার বিধান রহিয়াছে।

ইসলামে যে একটি মাস রোযা রাখা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সৌর মাস নির্দিষ্ট না করিয়া চান্দ্র মাস নির্দিষ্ট করিবার পশ্চাতে একাধিক কারণ ও রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ইসলাম সর্ব-সাধারণ মানুষের অনুসরণীয় ধর্ম; আর সৌর মাস নির্ধারণ করা সর্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে, চাঁদ দেখিয়া রোযা আরম্ভ করিতে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হুকুম দিয়াছেন, আর চাঁদ দেখা সর্বসাধারণের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। কাজেই রোযার মাস কিছুতেই সৌর মাস হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, সে কালে সৌর মাস গণনা সম্পর্কে পৃথিবীর জ্যোতিষীগণ কোন এক নির্ভুল ও সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই এবং এখন পর্যন্তও তাহা সম্ভব হয় নাই। মাত্র তিন চারি শত বৎসর পূর্বেও ইংরেজী পঞ্জিকা বহু ত্রুটি বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ ছিল।[১] পক্ষান্তরে, চাঁদ দেখিয়া

---

১ বর্তমান কালেও ভারতে যে সৌরমাস প্রচলিত আছে তাহার মাঝামাঝি কালে ক্রিশ্চিয়ান জগতে মাস আরম্ভ হয়; এবং ক্রিশ্চিয়ান জগতে যে সৌর মাস প্রচলিত আছে তাহার মাঝামাঝি ভারতীয় মাস আরম্ভ হইয়া থাকে। তদুপরি, হযরত সঃ-র যামানায় ক্রিশ্চিয়ান জগতে যে সৌর মাস প্রচলিত ছিল তাহা বহু ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এই সম্পর্কে Philip Van Ness Myers তাঁহার A Short History…পুস্তকের ৩০ নং অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন :

"মিসরীয় জ্যোতিষীগণ সর্বপ্রথম সৌর বৎসরের দৈর্ঘ কাছাকাছি ভাবে (৩৬৫ দিন) নির্ণয় করেন। তাঁহারা সৌর বৎসরকে ৩০ দিনের সমান বার মাসে বিভক্ত করিয়া শেষে পাঁচ দিন অতিরিক্ত জুড়িয়া দিতেন। ঐ সৌর বৎসরে কতিপয় সামান্য পরিবর্তন করিয়া জুলিয়াস সিজার (খৃষ্ট-পূর্ব ৪৪ সনে) উহা রোম সাম্রাজ্যে প্রবর্তিত করেন। উহাই ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে পোপ গ্রেগরী ত্রয়োদশম কর্তৃক সংশোধিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশে প্রচলিত হইতে থাকে।"

উক্ত গ্রন্থকার ঐ পুস্তকের ২৯০ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন :

"মিসরীয়দের অনুসরণে জুলিয়াস সিজার বৎসরকে

www.ahlehadeethbd.org

চান্দ্র মাস নির্ধারণ করা সৃষ্টির আদি হইতেই বাস্তব ব্যাপারবিশেষ।

তারপর বাংলা ও ফসলী সনের অস্তিত্বই সে কালে ছিলনা; আর শকাব্দের প্রচলন হইয়া থাকিলেও তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই চান্দ্র মাসই রোযা রাখার পক্ষে নিশ্চিতভাবে অপরিহার্য ও অবধারিত ছিল।

তৃতীয়তঃ, সৌর মাসের আগমন ও নির্গমনের কোন প্রকাশ্য চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই সর্বসাধারণ মুসলিমকে যদি কোন সৌর মাসের রোযা রাখার হুকম দেওয়া হইত তাহা হইলে তাহারা নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া রোযা রাখিতে সক্ষম হইত না। তাহারা পণ্ডিতদের অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া রোযা রাখিতে বাধ্য হইত এবং তাহার ফলে তাহাদের অন্তরে সদাই এই সন্দেহ জাগিত যে, তাহাদের রোযা সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রেত সময়ে সম্পাদিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে চান্দ্র মাস নির্দিষ্ট হওয়ায় তাহারা নিজ চোখে চাঁদ দেখিয়া রোযা করিতে পারে বলিয়া তাহাদের অন্তরে ধ্রুব বিশ্বাস থাকে যে, তাহারা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রেত কালেই রোযা রাখিতেছে।

তারপর, হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ যেমন সৌর ও চান্দ্র উভয় গণনার সংমিশ্রণের উপরে ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইয়া থাকে, এই রোযার মাস নির্ধারণে সেইরূপ উভয় গণনার সংমিশ্রণকে ভিত্তি না করিবার কারণ ও রহস্য এখন বর্ণনা করিতেছি। প্রথমতঃ, নিছক সৌর মাসকে রোযার মাসরূপে গ্রহণ করিবার বিপক্ষে যে চতুর্বিধ আপত্তি ও অসুবিধা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে সে সবই ইহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইসলাম সারা পৃথিবীর লোকের অনুসরণীয় ধর্ম, আর পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে শীতকাল হয় না বা গ্রীষ্মকাল হয় না; সেইরূপ পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে দিন বড় হয় না বা একই সময়ে দিন ছোট হয় না। কাজেই কোন সৌর মাসকে যদি রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা হইত তবে দেশবিশেষের লোককে আজীবন অত্যন্ত কষ্টের সহিত রোযা রাখিতে হইত এবং দেশবিশেষের লোক সারা জীবন বিশেষ কষ্টভোগ না করিয়াই রোযা সম্পন্ন করিতে পারিত। রোযার জন্য চান্দ্র মাস নির্দিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মুসলিমকে

---

৩৬৫ দিন অব্যাহত রাখিয়া প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে অতিরিক্ত একটি দিন যুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন।"

উক্ত গ্রন্থকার উল্লিখিত গ্রন্থের ২৯০ অনুচ্ছেদের পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন:

"১৫৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত য়ুরোপে পুরাতন মিসরীয় পঞ্জিকাই অনুসৃত হইত। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে পোপ গ্রেগরী ত্রয়োদশম উহা সংশোধিত করিলে উহা গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডার নামে অভিহিত হয়। কালক্রমে প্রায় সকল ক্রিশ্চিয়ান রাজ্যে উহা প্রবর্তিত হয়; কিন্তু এখনও কোন কোন ক্রিশ্চিয়ান রাজ্যে জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার প্রচলিত রহিয়াছে।

Pears Cyclopaedia (১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ৬৭ তম সংস্করণ) গ্রন্থে calendar শব্দ সম্পর্কে লিখা হইয়াছে:

"১৫৮২ খৃষ্টাব্দে, গ্রেগরী ক্যালেণ্ডারে সৌর বৎসর নির্ধারণ সম্পর্কিত যাবতীয় ভুল-ত্রুটি সংশোধিত করা হয় এবং ঐ বৎসরেই উহা ইটালী রাজ্যে প্রচলিত করা হয়। গ্রেগরী ক্যালেণ্ডারে (জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারের অনুসরণে ৪ দ্বারা বিভাজ্য বৎসরগুলিতে ৩৬৬ দিন অব্যাহত রাখা হয় কিন্তু শতাব্দের বেলায়) কেবলমাত্র ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য শতাব্দগুলিকে ৩৬৬ দিন ধরা হয় এবং অপর শতাব্দগুলিতে ৩৬৫ দিন ধরা হয়।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডে জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার প্রচলিত ছিল। অনন্তর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রচলিত ক্যালেণ্ডার য়ুরোপের অপর দেশগুলির ক্যালেণ্ডারের ১১ দিন পশ্চাতে পড়িলে ইংলণ্ডে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডার প্রবর্তিত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সকল ঋতুতে রোযা রাখিতে হয়। পক্ষান্তরে, হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর সকল দেশের ধর্ম নয়—ইহা পৃথিবীর এমন এক অংশে প্রচলিত যাহার সর্বত্রই একই সময়ে শীত হয় ও দিন ছোট হয় ; একই সময়ে গ্রীষ্ম হয় ও দিন বড় হয় ; একই সময়ে শরৎ ও একই সময়ে বসন্ত কাল আসে ও দিবা-রাত্র প্রায় সমান সমান হয়। কাজেই হিন্দু ধর্মে সৌর মাসকে ভিত্তি করিয়া অনুষ্ঠানাদির সময় নির্ধারিত করা যাইতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের জ্যোতিষীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং তাহার ফলে পূজা-পার্বন সম্পর্কে বিভ্রাটও ঘটিয়া থাকে।

রোযার জন্য চান্দ্র মাসের উপযোগিতা বর্ণনা করা হইল। তারপর, যে চান্দ্র মাসটিকে আল্লাহ-তা'আলা রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা হইল 'রমযান মাস।' রমযান মাসকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিবার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহ-তা'আলা বলেন,

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه .

"রমযান মাস—এমন একটি মাস—যে মাসে নাযিল করা হইয়াছে কুরআন—এমন কুরআন যাহা লোকদেরে সুপথে পরিচালনাকারী, সুপথের স্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শনকারী এবং ন্যায় ও অন্যায় হইতে পৃথককারী। অতএব, তোমাদের যে কেহ এই মাস পাইবে তাহার পক্ষে রোযা রাখা কর্তব্য।"

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে রমযান মাসকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করার প্রসঙ্গে বলেন যে, রমযান মাসের মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও ফযিলত এই যে, এই মাসে কুরআন নাযিল করা হইয়াছিল। এই মাসে মানুষের জন্য পালনীয় আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি সম্বলিত মহাগ্রন্থ কুরআন মানুষের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই মাসে আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের সাথে প্রভু-দাসের প্রত্যক্ষ সংযোগ সূত্র মিলিত করেন। কাজেই এই মাসে বান্দাকেও আল্লার সহিত যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সর্ব প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বান্দাকে আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কোশেশ করিতে হইবে। পার্থিব সংশ্রবে মানুষ যতই জড়িত হইতে থাকে ততই তাহার আত্মিক অবনতি ঘটিতে থাকে। পক্ষান্তরে, পার্থিব বিষয় হইতে মানুষ যতই নির্লিপ্ত হইতে থাকে ততই তাহার আত্মিক উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। রোযা দ্বারা মানুষের সর্বপ্রধান জবরদস্ত দুইটি পার্থিব আকর্ষণ নষ্ট হয়—পানাহার দ্রব্য ভোগ ও যৌন উপভোগ। এই উভয়বিধ ভোগ হইতে মুক্ত হইয়া রোযাদারদের যে আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহার ফলে রোযাদার নিজের মধ্যে ফিরিশতার সহিত সাদৃশ্য আনয়নে সক্ষম হয়। তখন রোযাদারের যোগসূত্র মিলিত হয় ফিরিশতা জগতের সাথে এবং তাহারই মাধ্যমে রোযাদার আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যলাভ করিয়া ভাগ্যবান ও চরিতার্থ হইয়া থাকে।

তারপর, এই আইনগ্রন্থ কুরআনের বিধিনিষেধ পালন করিবার জন্য মানুষের পক্ষে নিজ নিজ মনকে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য যে সাধনা ও সংযমের প্রয়োজন হয় তাহা লাভ করিবার প্রধান পন্থা রোযা রাখা। রোযা সবর ও ধৈর্যের প্রতীক। কাজেই রমযান মাসের রোযা পালন করিয়া সবর ও ধৈর্যের অনুশীলন করা প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কর্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

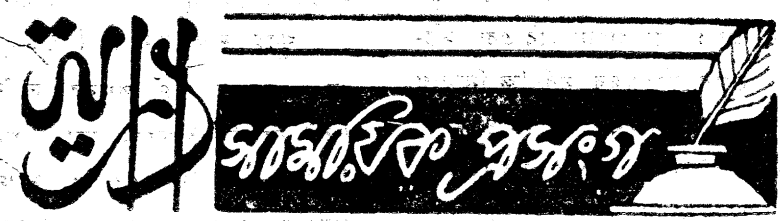

Contents

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভারতের এপার ওপার—পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম পারে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে নানা প্রকার ব্যবস্থা বৈষম্যের তীব্র সমালোচনা গত কিছু দিন যাবৎ খুব জোরে শোরে চলিতে চলিতে বর্তমানে উক্ত সমালোচনা অত্যন্ত গুরুতর ও চরম আকার ধারণ করিয়াছে। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে তথাকথিত জনগণের সরকারের আমলদারিতে এই বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে কোন সময় আওয়াজ উত্থিত হয় নাই এমন কথা বলা ঠিক হইবে না। তবে সে আওয়াজ ছিল ক্ষীণ, প্রতিবাদের সুর ছিল দুর্বল—বিক্ষোভ ছিল মৃদু। এইরূপ ক্ষীণ কণ্ঠে দুর্বল প্রতিবাদ যখন জ্ঞাপন করা হইত তখন তদানীন্তন ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময়েই অম্লান বদনে সরাসরি এই বৈষম্যের কথা অস্বীকার করিতেন। কোন সময় যদিও বা একটু আধটু স্বীকার করিয়া লইতেন তখন সংগে সংগে সেই সরকার তজ্জন্য পূর্ববর্তী সরকারকে দায়ী করিয়া নিজেদের দোষ স্খালনের চেষ্টা করিতেন এবং তাহাদের আমলে সব ঠিক হইয়া যাইবে বলিয়া পূর্বপাকিস্তানের জনগণকে আশ্বস্ত করিতে চাহিতেন। কিন্তু বৈষম্য নীতি বহাল তবিয়তে স্বস্থানেই বিরাজ করিত। প্রতিকার কিছুই হইত না। বৈষম্য নীতির ফলে পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া চলিত আর পূর্বপাকিস্তানের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়া উহা স্থানুবৎ নিশ্চল স্বস্থানেই পড়িয়া থাকিত।

মার্শাল ল জারি হওয়ার পর ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খাঁ সর্বপ্রথম সরকারী ভাবে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি এই স্পষ্ট স্বীকৃতির পর এই বৈষম্য দূরীকরণের নীতির কথা ঘোষণা করেন। সামরিক শাসন আমলে এবং উহার পর পূর্বপাকিস্তানের উন্নয়ন কল্পে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী দৃষ্টি প্রদান করা হয়। মার্শাল ল'র শাসন কালে কোন কোন তরফ হইতেই উচ্চ-বাচ্চ করার বিশেষ সুযোগ না থাকায় প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর হইতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল হইতে উপরোক্ত অজুহাতে তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু হইয়াছে।

আমরা জানি এবং আন্দোলনকারীগণ তাহাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আরও ভাল করিয়া জানেন যে, যুগ সঞ্চিত বৈষম্য দূর করিতে একাধিক যুগের প্রয়োজন। সকলেই জানে যে, ধ্বংসমূলক কাজ অল্প সময়েই সম্পন্ন করা যায় কিন্তু গঠনমূলক কাজ করিতে বেশ সময়ের প্রয়োজন। অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলা ভাল এবং উচিতও বটে—কিন্তু উদ্দেশ্য হওয়া চাই সংশোধন এবং গঠনমূলক। আর সীমা

www.ahlehadeethbd.org

সরহদের ভিতর অবস্থান করিয়াই আন্দোলন পরিচালন করা বাঞ্ছনীয়। আমরাও যত শীঘ্র সম্ভব বৈষম্যের দূরীকরণ অন্তর দিয়া কামনা করি এবং সরকারকে আন্তরিক ভাবে তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া উভয় প্রদেশের মধ্যে সর্ব বিষয়ে সমতা স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ জানাই। কিন্তু আমরা কাহারও পক্ষে এমন কোন কাজ, পন্থা, উক্তি এবং বিক্ষোভ ও আন্দোলন পছন্দ করিনা যদ্বারা উভয় প্রদেশের অধিবাসিদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়, হিংসা বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্জলিত করা হয় এবং এক জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত হানা হয় অথবা রাষ্ট্রের দুশমনগণ উৎফুল্ল হয় ও রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে মুনাজাত করি তিনি যেন পাকিস্তানের দুশমনদের সকল কারসাজী ব্যর্থ করিয়া পাকিস্তানের অধিবাসীদিগকে তাহাদের দেশকে সুদৃঢ় করিয়া তোলার তওফিক দান করেন। আমীন।

যমুনার এপার-ওপারে শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈষম্য

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে আজ পর্যন্ত যমুনার পূর্ব পারের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পশ্চিম পারের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শিক্ষার সকল দিক দিয়াই রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাকিস্তান অর্জনের কয়েক বৎসর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোসররূপে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং যমুনার পশ্চিম পারের ইণ্টার মেডিয়েট পরীক্ষা ব্যবস্থা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সমর্পণ করা হয়। কিন্তু উহারই নিম্ন পর্যায়ের এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত ম্যাট্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দোসর রূপে কোন শিক্ষা বোর্ড রাজশাহীতে স্থাপিত হয় নাই।

মন্দের ভাল বলিতে হইবে—অবশেষে বিলম্বে হইলেও গত বৎসর রাজশাহী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এখনও উক্ত বোর্ড কোন পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে পাই। কিন্তু ইতিমধ্যে কুমিল্লায় তৃতীয় বোর্ড স্থাপিত হইয়া এই বৎসরই পরীক্ষা গ্রহণের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে।

খুবই ভাল কথা। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, যমুনার এ পারের দুইটি বিভাগে যখন দুইটি বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল এবং দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থায় হাত দিতে পারিল—তখন রাজশাহী বোর্ডের এ ব্যাপারে ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হওয়ার কারণ কি? তারপর প্রদেশের পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রাম বিভাগে যখন একটি নূতন বোর্ড স্থাপিত হইতে পারিল তখন পশ্চিম প্রান্তের খুলনা বিভাগে ৪র্থ বোর্ড স্থাপনের ত্বরিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল না কেন? আশা করি খুলনা বিভাগের প্রতিও কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। আমরা দেখিতে চাই যে, খুলনায় শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হইয়া ১৯৬৪ সাল হইতেই পরীক্ষা গ্রহণের কার্য শুরু করিতে পারিয়াছে।

ইসলামী শিক্ষাগার

ঢাকা বিভাগের ঢাকায় ও চট্টগ্রাম বিভাগের সিলহেটে একটি করিয়া গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত আলীয়া মাদ্রাসা (টাইটেল কোর্সসহ) বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু রাজসাহী বিভাগে ও খুলনা বিভাগে গভর্ণমেণ্ট এ যাবৎ ঐ প্রকার কোন মাদরাসা স্থাপন করেন নাই। অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এব্যাপারেও যমুনার পশ্চিমপার উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। রাজশাহী কিম্বা খুলনা বিভাগের মাদ্রাসা শিক্ষাকাঙ্খী ছাত্রগণের পক্ষে সিলহেটে গমন করা ত খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, এমন কি অনেকের পক্ষে ঢাকায় আসিয়াও লেখাপড়া করা অসম্ভব। দুই একটি বেসরকারী আলীয়া মাদ্রাসা উক্ত অঞ্চলে যাহা রহিয়াছে সেগুলি সরকারী মাদ্রাসার মানের সহিত তুলনীয় নহে। এইরূপ অবস্থায় উক্ত দুই বিভাগে দুইটি সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার দাবী খুবই যথার্থ ও ন্যায়সংগত। আমরা আশা করি, আমাদের বিচক্ষণ ও বহুদর্শী শিক্ষামন্ত্রী বৈষম্য দূরীকরণের জন্য অনতি বিলম্বে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অনুরূপ একটি মাদ্রাসা রাজশাহীতে এবং

www.ahlehadeethbd.org

একটি মাদ্রাসা খুলনায় স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উক্ত অঞ্চলের মুসলিমদের আন্তরিক শোকরিয়া প্রকাশের মওকা প্রদান করিবেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইংরাজিতে একটি বহুল প্রচারিত কথা রহিয়াছে—'Man does not live on bread alone', "মানুষ শুধু ডাল-রুটী বা ডাল-ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।" মানুষের পক্ষে মানুষ রূপে বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন হয় আত্মিক ও আধ্যাত্মিক খোরাকের। কথাটি চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য। দুঃখের বিষয় আমরা একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিব—বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আগাগোড়া শুধু ডাল-ভাত সংগ্রহের প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই শিক্ষা ব্যবস্থার পশ্চাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে করার কারণ দেখি না।

বর্তমানে প্রদেশে প্রচলিত শিক্ষা সংস্থাগুলির নাম এবং উহাতে অধীত বিষয় বস্তুগুলির দিকে নজর দিলেই আমাদের ধারণার সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। প্রথম, মোমেনশাহীর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি নিছক ডাল-ভাত আহরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে। উহার সহিত আত্মিক খোরাকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনই সংশ্রব নাই। কেবলমাত্র দেশের বস্তুগত উন্নয়ন, আর শিক্ষার্থীদের রুজী-রোজগারের সুব্যবস্থার জন্যই যে, ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে একথা না বলিলেও চলে। মেডিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে, আর্টস ইন্সিটিটিউট, বুলবুল একাডেমী প্রভৃতির সহিত আর যাহাই থাক, আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের যে কোন সম্পর্ক নাই—একথা ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না।

সর্বশেষে সাধারণ শিক্ষাদানের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং উহাদের অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রিত কলেজ সমূহের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

এই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গুলির বিজ্ঞান বিভাগ জড় জগৎ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ লইয়া আলোচনা-গবেষণা ও অধ্যাপনা চালাইয়া থাকে। আত্মিক জগতের আলোচনা বিজ্ঞান বিভাগগুলির চতুর্সীমার বাহিরে। বাকী রহিল কলা বিভাগ। এই বিভাগের বিভিন্ন ভাষা উপবিভাগের সহিত আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র নাই। এমন কি আরবী ফারসী ভাষার সহিতও আত্মিক খোরাকের বিদ্যমানবতা অপরিহার্য নয়। তারপর ইকনমিক্স, পলিটিক্যাল সাইন্স, ইণ্টার ন্যাশন্যাল রিলেশন্স, পলিটিক্যাল হিষ্টরী প্রভৃতিও নিঃসন্দেহে পার্থিব জগতের বিভিন্নরূপী সমস্যা বা ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া থাকে।

উদার শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির কেবলমাত্র দর্শন বিভাগে ও ইসলামী বিভাগগুলিতে আত্মিক জগতের সহিত বাহ্যতঃ কিছুটা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক যাবতীয় জড়জাগতিক বিভাগগুলির মাঝে পড়িয়া আত্মিক বিষয়ের সম্যক স্ফূরণ ব্যাহত হইয়া থাকে। এই কারণে এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য আত্মিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হইয়া উঠে না। আত্মিক উৎকর্ষের সহিত চরিত্র গঠন ও উহার আদর্শানুগ বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আত্মিক উৎকর্ষের অব্যবস্থার দরুণ সঠিক পথে চরিত্রের যথাযথ বিকাশও ঘটিয়া উঠেনা।

অতএব, আত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যরূপে সম্মুখে রাখিয়া অনতিবিলম্বে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার শিক্ষণীয় বিষয় হইবে উদার ধর্ম এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের উপায়। ইহার মধ্যে সর্ব প্রধান ফ্যাকালটি হইবে ইসলামী ফ্যাকলটি। ইহা ছাড়া প্রয়োজন বোধে হিন্দু ফ্যাকালটি এবং ক্রিশ্চিয়ান ফ্যাকালটিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানলাভ করিতে পারে।

যমুনার পূর্ব পারে ঢাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়—এবং ময়মনসিংহে কৃষি

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ববিদ্যালয়। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয়টি চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যমুনার পশ্চিম পারে কেবলমাত্র সবে ধন নীলমণি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টি রহিয়াছে। কাজেই ন্যায় ও ইনসাফের দাবী এই যে, প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি যমুনার পশ্চিম পারে স্থাপিত হওয়াই সব দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত ও একান্তভাব বাঞ্ছনীয়। আশা করি, সরকার এবং সুধী-মণ্ডলী আমাদের প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ইনশা আল্লাহ প্রয়োজন হইলে বারান্তরে আমরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঞ্ছিত সিলেবাস সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাইব।

বর্ষ বিদায়

দশম বর্ষের 'তর্জুমানুল হাদীস' এই সংখ্যাতেই সমাপ্ত হইল। ইনশা আল্লাহ আগামী সংখ্যা হইতে উহার একাদশ বর্ষের সফর শুরু হইবে।

দশম বর্ষের পথ শেষে আমরা সর্ব প্রথম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরগাহে আমাদের অন্তরের খালিস শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। এই উপলক্ষে তর্জুমানের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠক বর্গের খেদমতে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমাদের গ্রাহক, পাঠকবৃন্দ ভাল ভাবে অবহিত রহিয়াছেন যে, তর্জুমানুল হাদীস একটি বিশিষ্ট আদর্শের ধারক ও বাহক। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ইহার জন্য যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই ইসলামের খাঁটি আদর্শ। তিনি যে মান উহার পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা অত্যন্ত উচ্চ। আমাদের মধ্যে সেই মহান আদর্শ ও সুউচ্চ মান যথাযথ ভাবে বজায় রাখিয়া লেখা দেওয়ার মত লোক অত্যন্ত কম—নাই বলাই বেহতর। আমরা আমাদের পুঁজির স্বল্পতা, ভাষার দৈন্য এবং অন্যান্য অভাব স্বত্বেও উক্ত আদর্শ ও মান যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছি এবং এ জন্যই অনেক সময় পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। আমরা জানি তর্জুমানের এই অনিয়মিত প্রকাশে পাঠকবর্গ ধৈর্য অবলম্বন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, কিন্তু বাজারে প্রচলিত অন্যান্য পত্রিকার স্তরে উহার অবনমন সহ্য করিতে রাযী নন।

বিশ্ব-বাসীর ইহলৌকিক শান্তি ও পারত্রিক মুক্তির যে মহা পয়গাম লইয়া বিশ্বনবী সঃ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অবিমিশ্র আকারে উহার সুষ্ঠু প্রচারের জন্য তর্জুমান ছাড়া বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় কোন মাসিক পত্রিকা নাই। বর্তমান মুহূর্তে এই ধরনের গবেষণামূলক এবং তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ ইসলামী পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে একথা প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তর্জুমানের চলার পথকে তাই যথাসাধ্য সুগম ও সহজসাধ্য আর ইহার লেখক ও কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক ইসলাম দরদী শিক্ষিত ব্যক্তি উহার প্রতি নেক নজর রাখিতে কসুর করিবেন না, এ বিশ্বাস আমরা দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে পোষণ করি।

www.ahlehadeethbd.org

ইছলামী গ্রন্থরাজীর অপূর্ব সমাবেশ

আকায়েদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ে

হযরত আল্লামা ইছমাঈল শহীদ (রহঃ) কৃত
উর্দু তকবিয়াতুল ঈমানের বাঙলা অনুবাদ মূল্য ১৷৷০
হযরত আল্লামা খাখির ইলাহাবাদী (রহঃ) কৃত
কাছী রিছালায় নাজাতিয়ার উর্দু অনুবাদ „ ১৲
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী কৃত
কলেমায় তৈয়েবা অর্থাৎ পাক কলেমার কোরআনী
ব্যাখ্যা (যন্ত্রস্থ) „ ৭৷০
আলইছলাম বনাম কম্যুনিজম— „ ৷৵
হযরত আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল বাকী (রহঃ) কৃত
পীরের ধ্যান অর্থাৎ তাছাউরে-শাইখের অবৈধতা „ ৷/০

অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী কৃত
পাক শাসন সংবিধান (নিঃশেষ প্রায়) মূল্য ২৷০
ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের অভিভাষণ „ ৵০

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ „ ৵০

ফিক্‌হুল হাদীছ

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী কৃত
যওউল্লামে (উর্দূ) জুম্‌আ মছজিদ সম্পর্কিত মছআলা
সম্বলিত মূল্য ১৲
তারাবীর ছুন্নত হওয়ার প্রমাণ ও রাক্‌আতের সংখ্যা ১৷৷০
ঈদে কুর্বান (৩য় সংস্করণ) „ ৷৵০
আহলে কিবলার পিছনে নমায „ ৶০
মুছাফাহা (এক হস্তে না দুই হস্তে না তিন হস্তে ?) „ ৷৵০

রামাযানের কৃচ্ছসাধনা „ ৷৵০
নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্ত্রী „ ৷৵০

ফিক্‌হ ও মাছায়েল

নমায শিক্ষা (উর্দূ রিছালার অনুবাদ) „ ৷৷৵০
মওলবী মোহঃ আবদুছছাত্তার কৃত
দোয়া শিক্ষা ১৲
বিশ্বনবীর মধুর বাণী
মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী কৃত
রামাযানের সাধনা মূল্য ৷০
আ'মালে হজ্জ „ ১৷০
যাকাত দর্পন ৵০
চেরাগে হেদায়ত (যাদ না দওয়াদ ?) „ ৷/০
মওলানা আহমদ আলী কৃত ফাতেহা সমস্যা ৷০
নিয়ত ও দরুদ ৷৵০
বাংলা খুৎবা ১৷৷০
সশব্দে আমীন ৷৷০
ছালাতুন্নবী ১৲
সংসার পথে ৷৷৵০
তাহারৎ ৷৷০
আকীদায়ে মোহাম্মদী ৷/০
ও বাবী সমস্যা ৷৷৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— পাঁচ টাকা মূল্যের পুস্তকের অর্ডারের জন্য অগ্রিম দুই টাকা ও দশ টাকা মূল্যের অর্ডারের জন্য অগ্রিম চারি টাকা মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিতে হইবে। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ আরয

জমঈয়তের উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য প্রেরক এবং জমঈয়তের আদায়কারীগণের খেদমতে আরয করা যাইতেছে যে, মেহেরবাণী পূর্বক আপনারা মনিঅর্ডার ফরম ও কুপনে এবং আদায়-রশীদে চাঁদা দাতাগণের নাম ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। অস্পষ্টতার জন্য হিসাব সংরক্ষণে ও প্রাপ্তিস্বীকারের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং ভুলের আশংকা দেখা দেয়।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone 5490

Contents

Regd. No. DA—130

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

নবী মুস্তফার (দঃ) নবুওতের বিভিন্নরূপী বৈশিষ্ট্য, তাঁহার নবুওতের সার্বভৌমত্ব ও চরমত্বের কোরআনী, হাদীসী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য এবং অন্যান্য বহুতথ্য সম্বলিত

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী মরহুমের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল।

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

লেখকদের প্রতি আরজ

• তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।

• উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

• রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

• অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

• বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

• রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

• তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—যুগ্ম-সম্পাদক দ্বয়

Printed and Published by M. A. Rahman on behalf of Md. Abdul Bari
At Al-Hadeeth Printing and Publishing Huse, 86. Qazi Alauddin
Road, P.O. Ramna, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org